HSC 2025

GAMECHANGER!

ফাইনাল প্রিপারেশন কোর্স ২০২৫

আর্লিবার্ড অফারে

কোর্সে এনরোল করতে নিচের লিংকে ভিজিট করো

userweb.utkorsho.org

অথবা কল করো

+88 09613 715 715

উৎকর্ষ

বাংলা-সহপাঠ

লেকচার-২০

সিরাজউদ্দৌলা

এইচএসসি' ২৪
ফাইনাল প্রিপারেশন

সিরাজুদ্দৌলা

সিকান্দার আবু জাফর

(অধ্যায়) অঙ্ক → [যবনিকা পতন]

তৃতীয় দৃশ্য (পরিচ্ছেদ) দৃশ্য [বাতি নিভে যায়]

সময়: ১৭৫৬ সাল, ১০ই অক্টোবর।স্থান: ঘসেটি বেগমের বাড়ি।

[চরিত্রবৃন্দ: মঞ্চে প্রবেশের পর্যায় অনুসারে- ঘসেটি বেগম, উমিচাঁদ, রাজবল্লভ, জগৎশেঠ, রাইসুল জুহালা, রায়দুর্লভ, প্রহরী, সিরাজ, মোহনলাল, নর্তকী, বাদকগণ॥

(প্রৌঢ়া বেগম জাঁকজমকপূর্ণ জলসার সাজে সজ্জিতা।আসরে উপস্থিত রাজবল্লভ, জগৎশেঠ, রায় দুর্লভ, বাদক এবং নর্তকী। সুসজ্জিত খানসামা তাম্বুল এবং তাম্রকূট পরিবেশন করছে।একজন বিচিত্রবেশী অতিথির সঙ্গে আসরে প্রবেশ করল উমিচাঁদ। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে এক পর্যায়ের নাচ শেষ হলো।সকলের হাততালি।)

মতিঝিল প্রাসাদ

(Dr) হলওয়েল

ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ

নবাব

ফ্রেঞ্চ

ব্রিটিশ

(officer)

নৌকাতে পালিয়ে

ফোর্ট উইলিয়াম জয়ের

মাদ্রাজ

ক্লাইভ (৫)

(Lost)

ঘসেটি : বসুন, উমিচাঁদজি।সঙ্গের মেহমানটি আমাদের অচেনা বলেই মনে হচ্ছে।

উমিচাঁদ : (যথাযোগ্য সম্মান দেখিয়ে) মাফ করবেন বেগম সাহেবা, ইনি একজন জবরদস্ত শিল্পী।আমার সঙ্গে অল্পদিনের পরিচয় কিন্তু তাতেই আমি এঁর কেরামতিতে একেবারে মুগ্ধ।আজকের জলসা সরগরম করে তুলতে পারবেন আশা করে এঁকে আমি সঙ্গে নিয়ে এসেছি।

শিল্পী

রাজবল্লভ : তাহলেও এখানে একজন অপরিচিত মেহমান-

উমিচাঁদ : না, না, সে সব কিছু ভাবতে হবে না।দরিদ্র শিল্পী, পেটের ধান্দায় আসরে জলসায় কেরামতি দেখিয়ে বেড়ান।

জগৎশেঠ : তাহলে আরম্ভ করুন ওস্তাদজি দেখি নাচওয়ালিদের ঘুঙুর এবং ঘাগরা বাদ দিয়ে আপনার কাজের তারিফ করা যায় কিনা।

(ঘসেটি রাজবল্লভের দৃষ্টি বিনিময়।আগন্তুক আসরের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াল)

রাজবল্লভ : ওস্তাদজির নামটা-

আগন্তুক : রাইসুল জুহালা

রায়দুর্লভ : জাহেলদের রইস এই নামের গৌরবেই আপনি উমিচাদজিকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এলেন নাকি?

(সকলের উচ্চহাসি)

উমিচাঁদ : (ঈষৎ রুষ্ট) আমি তো বেশক জাহেল। তা না হলে আপনারা সরশুদ্ধ দুধ খেয়েও গোঁফ শুকনো রাখেন, আর আমি দুধের হাঁড়ির কাছে যেতে না যেতেই হাঁড়ির কালি মেখে গুলবাঘা বনে যাই।

(আবার সকলের হাসি)

ঘসেটি : আপনারা বড় বেশি কথা কাটাকাটি করেন।শুরু করুন, ওস্তাদজি।

রাইসুল জুহালা : য্যায়সা হুকুম।আমি নানা রকমের জন্তু জানোয়ারের আদবকায়দা সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল।আপাতত আমি আপনাদের একটা নাচ দেখাব।পক্ষীকুলের একটি বিশেষ শ্রেণি, ধার্মিক হিসেবে যার জবরদস্ত নাম, সেই পাখির নৃত্যকলা আপনারা দেখবেন।দেশের বর্তমান অবস্থা বিবেচনা করে এই বিশেষ নৃত্যটি আমি জনপ্রিয় করতে চাই।(তবলচিকে) একটু ঠেকা দিয়ে দিন।(তাল বলে দিল।নৃত্য চলাকালে ঘসেটি এবং রাজবল্লভ নিচুস্বরে পরামর্শ করলেন।পরে উমিচাঁদ এবং রাজবল্লভও কিছু আলোচনা করলেন। নাচ শেষ হলে সকলের হর্ষ প্রকাশ।)

রাজবল্লভ : ওস্তাদজি জবরদস্ত লোক মনে হচ্ছে।ওঁকে আরও কিছু কেরামতি দেখাবার দায়িত্ব দিলে কেমন হয়?

(উমিচাঁদ রাইসুল জুহালাকে একপাশে ডেকে নিয়ে কিছু বলল। তারপর নিজের আসনে ফিরে এল)

উমিচাঁদ : উনি রাজি আছেন।উপযুক্ত পারিশ্রমিক পেলে কলাকৌশল দেখাবার ফাঁকে ফাঁকে দু-চারখানা চিঠিপত্রের আদান-প্রদান করতে ওঁর আপত্তি নেই।

রাইসুল জুহালা

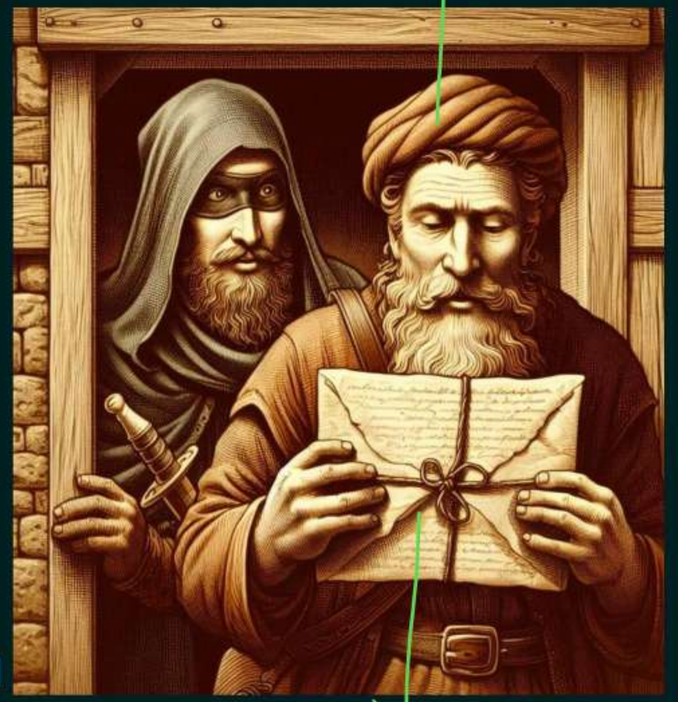

(চিঠি পত্র)

রাজবল্লভ : তাহলে এখন ওঁকে বিদায় দিন।পরে দরকার মতো কাজে লাগানো হবে।

জুহালা : বহোত আচ্ছা, হুজুর।

(সবাইকে সালাম করে কালোয়াতি করতে করতে বেরিয়ে গেল)

ঘসেটি : তাহলে আবার নাচ শুরু হোক?

রাজবল্লভ : আমার মনে হয় নাচওয়ালিদের কিছুক্ষণ বিশ্রাম দিয়ে কাজের কথা সেরে নেওয়াই ভালো।

ঘসেটি : তাই হোক।

(ইঙ্গিত করতেই দলবলসহ নাচওয়ালিদের প্রস্থান)

রায়দুর্লভ : বেগম সাহেবাই আরম্ভ করুন।

উৎকর্ষ

ঘসেটি : আপনারা তো সব জানেন।এখন খোলাখুলিভাবে যার যা বলার আছে বলুন।

জগৎশেঠ : সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে শওকতজঙ্গকে আমরা পরোক্ষ সমর্থন দিয়েই দিয়েছি। কিন্তু শওকতজঙ্গ নবাব হলে আমি কি পাব তা আমাকে পরিষ্কার করে বলুন।

ঘসেটি : শওকতজঙ্গ আপনাদেরই ছেলে।সে নবাবি পেলে প্রকারান্তরে আপনারাই তো দেশের মালিক হয়ে বসবেন।

রায়দুর্লভ : এটা কোনো কথা হলো না।যিনি নবাব হবেন-

জগৎশেঠ : আমার কথা আগে শেষ হোক দুর্লভরায়।

রায়দুর্লভ : বেশ, আপনার কথাই শেষ করুন।কিন্তু মনে রাখবেন কথা শেষ হবার পর আর কোনো কথা উঠবে না।

জগৎশেঠ : সে আবার কী কথা?

রাজবল্লভ : আপনারা তর্কের ভেতর যাচ্ছেন আলোচনা শুরু করার আগেই।খুব সংক্ষেপে কথা শেষ করা দরকার।বর্তমান অবস্থায় এই ধরনের আলোচনা দীর্ঘ করা বিপজ্জনক।

জগৎশেঠ : কথা ঠিক।কিন্তু নিজের স্বার্থ সম্বন্ধে নিশ্চিত না হয়ে একটা বিপদের ঝুঁকি নিতে যাওয়াটাও তো বুদ্ধিমানের কাজ নয়।মাফ করবেন বেগম সাহেবা, আমি খোলাখুলি বলছি।অঙ্গীকার করে লাভ নেই যে, শওকতজঙ্গ নিতান্তই অকর্মণ্য।ভাংয়ের গেলাস এবং নাচওয়ালি ছাড়া সে আর কিছুই জানে না।কাজেই শওকতজঙ্গ নবাব হবে নামমাত্র।আসল কর্তৃত্ব থাকবে বেগম সাহেবার এবং পরোক্ষে তাঁর নামে দেশ শাসন করবেন রাজবল্লভ।

শওকত → জগৎ → রাজবল্লভ

রায়দুর্লভ : ঠিক এই ধরনের একটা সম্ভাবনার উল্লেখ করার ফলেই হোসেন কুলি খাঁকে প্রাণ দিতে হয়েছে।

জগৎশেঠ : আমি তা বলছিনে।তা ছাড়া এখানে সে কথা অবান্তর।আমি বলতে চাইছি যে, শওকতজঙ্গ নবাবি পেলে বেগম সাহেবা এবং রাজা রাজবল্লভের স্বার্থ যেমন নির্বিঘ্ন হবে আমাদের তেমন আশা নেই।কাজেই আমাদের পক্ষে নগদ কারবারই ভালো।

ঘসেটি : ধনকুবের জগৎশেঠকে নগদ অর্থ দিতে হলে শওকতজঙ্গের যুদ্ধের খরচ চলবে কী করে?

জগৎশেঠ : না, না, আমি নগদ টাকা চাইছিনে।যুদ্ধের খরচ বাবদ টাকা আমি দেব, অবশ্য আমার যা সাধ্য।কিন্তু আসল এবং লাভ মিলিয়ে আমাকে একটা কর্জনামা সই করে দিলেই আমি নিশ্চিত হতে পারি।

রায়দুর্লভ : আমাকেও পদাধিকারের একটা একরারনামা সই করে দিতে হবে।

(প্রহরীর প্রবেশ।ঘসেটি বেগমের হাতে পত্র দান)

ঘসেটি : (চিঠি খুলতে খুলতে) সিপাহসালার মিরজাফরের পত্র।(পড়তে পড়তে) তিনি শওকতজঙ্গকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন এবং অবিলম্বে সিরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার পরামর্শ দিয়েছেন।

রাজবল্লভ : বহোত খুব।

উৎকর্ষ

উমিচাঁদ : আমার তো কোনো বিষয়ে কোনো দাবি দাওয়া নেই, আমি সকলের খাদেম। খুশি হয়ে যে যা দেয় তাই নিই।কাজেই এতক্ষণ আমি চুপ করেই আছি।

ঘসেটি আপনারও যদি কিছু বলার থাকে এখুনি বলে ফেলুন।

উমিচাঁদ : নিজের সম্বন্ধে কিছু নয়।তবে সিপাহসালারের প্রস্তুতি আমার পছন্দ হয়েছে তাই বলছি।ইংরেজরা আবার সংঘবদ্ধ হয়ে উঠেছে।সিরাজউদ্দৌলার পতনই তাদের কাম্য।শওকতজঙ্গ এখুনি যদি আঘাত হানতে পারেন, তিনি ইংরেজদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা পাবেন।ফলে জয় তাঁর অবধারিত।

উমিচাঁদ

ঘসেটি : সিরাজের পতন কে না চায়?

উমিচাঁদ : কিছুমাত্র নয় বেগম সাহেবা।দওলত আমার কাছে ভগবানের দাদামশায়ের চেয়েও বড়।আমি দওলতের পূজারী।তা না হলে সিরাজউদ্দৌলাকে বাতিল করে শওকতজঙ্গকে চাইব কেন? আমি কাজ কতদূর এগিয়ে এসেছি এই দেখুন তার প্রমাণ।

(পকেট থেকে চিঠি বার করে ঘসেটি বেগমের হাতে দিল)

ঘসেটি : (চিঠির নিচে স্বাক্ষর দেখে উল্লসিত হয়ে) এ যে ড্রেক সাহেবের চিঠি!

উমিচাঁদ : আমার প্রস্তাব অনুমোদন করে তিনি জবাব দিয়েছেন।

ঘসেটি : (পত্র পড়তে পড়তে) লিখেছেন শওকতজঙ্গ যুদ্ধ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে সিরাজের সেনাপতিদের অধীনস্থ ফৌজ যেন রাজধানী আক্রমণ করে।তাহলে সিরাজউদ্দৌলার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠবে।

রাজবল্লভ : আমাদের বন্ধু সিপাহসালার মিরজাফর, রায়দুর্লভ, ইয়ার লুৎফ খান ইচ্ছে করলেই এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারেন।

(হঠাৎ বাইরে তুমুল কোলাহল।সকলেই সচকিত।ঘসেটি বেগম কোলাহলের কারণ জানবার জন্যে যেতেই রাজবল্লভ তাঁকে থামিয়ে দিয়ে নাচওয়ালিদের ডেকে পাঠালেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তারা সদলবলে কামরায় এল।)

রাজবল্লভ : আরম্ভ কর জলদি।(ঘুঙুরের আওয়াজ উঠবার পর পরই সবেগে কামরায় ঢুকলেন নবাব সিরাজউদ্দৌলা।পেছনে মোহনলাল।সবাই তড়িৎ-বেগে দাঁড়ালো।নাচওয়ালিদের নাচ থেমে গেল।)

ঘসেটি : (ভীতিরুদ্ধ কণ্ঠে) নবাব!

সিরাজ : কী ব্যাপার খালাআম্মা, বড় ভারী জলসা বসিয়েছেন?

ঘসেটি : (আত্মস্থ হয়ে) এ রকম জলসা এই নতুন নয়।

সিরাজ : তা নয়, তবে বাংলাদেশের সেরা লোকেরাই শুধু শামিল হয়েছেন বলে জলসার রোশনাই আমার চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছে।

ঘসেটি : নবাব কি নাচগানের মজলিস মানা করে দিয়েছেন?

সিরাজ : নাচগানের মহফিলের জন্যে দেউড়িতে কড়া পাহারা বসিয়ে রেখেছেন খালাআম্মা। তারা তো আমার ওপরে গুলিই চালিয়ে দিয়েছিল প্রায়।দেহরক্ষী ফৌজ সঙ্গে না থাকলে এই জলসায় এতক্ষণে মর্সিয়া শুরু করতে হতো।

(হঠাৎ কণ্ঠস্বরে অবিচল তীব্রতা ঢেলে)

দুঃখ গাথা

রাজবল্লভ, জগৎশেঠ, রায় দুর্লভ, আপনারা এখন যেতে পারেন।মতিঝিলের জলসা আমি চিরকালের মতো ভেঙে দিলাম।(ঘসেটি বেগমকে) তৈরি হয়ে নিন, এ সময়ে নবাবের খালাআম্মার পক্ষে প্রাসাদের বাইরে থাকা নিরাপদ নয়।

ঘসেটি : (রোষে চিৎকার করে) তুমি আমাকে বন্দি করে নিয়ে যেতে এসেছ? তোমার এতখানি স্পর্ধা?

সিরাজ : এতে ক্রুদ্ধ হবার কি আছে? আম্মা আছেন, আপনিও তাঁর সঙ্গেই প্রাসাদে থাকবেন। সিরাজ

ঘসেটি : মতিঝিল ছেড়ে আমি এক পা নড়ব না।তোমার প্রাসাদে যাব? তোমার প্রাসাদ বাজ পড়ে খান খান হয়ে যাবে।(সহসা কাঁদতে আরম্ভ করলেন)

সিরাজ : (অবিচলিত) তৈরি হয়ে নিন, খালাআম্মা।আপনাকে আমি নিয়ে যাব।

ঘসেটি : (মাতম করতে করতে) রাজা রাজবল্লভ, জগৎশেঠ, বিধবার ওপরে এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে আপনারা কিছুই করতে পারছেন না?

রাজবল্লভ : সিরাজ (একটু ইতস্তত করে) জাঁহাপনা কি সত্যিই-

সিরাজ : (উত্তপ্ত) আপনাদের চলে যেতে বলেছি রাজা রাজবল্লভ।নবাবের হুকুম অমান্য করা রাজদ্রোহিতার শামিল।আশা করি অপ্রিয় ঘটনার ভেতর দিয়ে তা আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে হবে না।

সিরাজ : (রাজবল্লভ প্রভৃতি প্রস্থানোদ্যত) হ্যাঁ, শুনুন রায়দুর্লভ, শওকতজঙ্গকে আমি বিদ্রোহী ঘোষণা করেছি।তাকে উপযুক্ত শিক্ষা দেবার জন্যে মোহনলালের অধীনে সেনাবাহিনী পাঠাবার ব্যবস্থা করেছি।আপনি তৈরি থাকবেন।প্রয়োজন হলে আপনাকেও মোহনলালের অনুগামী হতে হবে।

রায়দুর্লভ : হুকুম, জাঁহাপনা।(তারা নিষ্ক্রান্ত হলো।ঘসেটি বেগম হাহাকার করে কেঁদে উঠলেন।)

সিরাজ : মোহনলাল আপনাকে নিয়ে আসবে, খালাআম্মা।আপনার কোনো রকম অমর্যাদা হবে না।

(বেরিয়ে যাবার জন্যে পা বাড়ালেন)

ঘসেটি : তোমার ক্ষমতা ধ্বংস হবে, সিরাজ।নবাবি? নবাবি করতে হবে না বেশিদিন। কেয়ামত নাজেল হবে।আমি তা দেখব-দেখব।

[দৃশ্যান্তর]

'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকে কে নবাব হলে সকলের উদ্দেশ্যই হাসিল হবে?
[ব. বো. ১৬]

ক) মিরজাফর
খ) মানিকচাঁদ
গ) ঘসেটি বেগম
ঘ) শওকতজঙ্গ

'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকে কে নবাব হলে সকলের উদ্দেশ্যই হাসিল হবে?
[ব. বো. ১৬]

ক) মিরজাফর
খ) মানিকচাঁদ
গ) ঘসেটি বেগম
ঘ) শওকতজঙ্গ

কে নিজেকে 'দওলতের পূজারি' বলে পরিচয় দিয়েছে?
[দি. বো. ২৩]

ক) মিরজাফর
খ) উমিচাঁদ
গ) জগৎশেঠ
ঘ) মানিক চাঁদ

কে নিজেকে 'দওলতের পূজারি' বলে পরিচয় দিয়েছে?
[দি. বো. ২৩]

ক) মিরজাফর
খ) উমিচাঁদ
গ) জগৎশেঠ
ঘ) মানিক চাঁদ

উৎকর্ষ

উমিচাঁদ ঘসেটি বেগমকে কার স্বাক্ষরিত চিঠি দেয়?
[দি. বো. ২২]

ক) ওয়াটসনের
খ) রজার ড্রেকের
গ) ক্যাপ্টেন মিনচিনের
ঘ) সার্জন হলওয়েলের

উৎকর্ষ

উমিচাঁদ ঘসেটি বেগমকে কার স্বাক্ষরিত চিঠি দেয়?
[দি. বো. ২২]

ক) ওয়াটসনের
খ) রজার ড্রেকের
গ) ক্যাপ্টেন মিনচিনের
ঘ) সার্জন হলওয়েলের

'সিরাজের পতন কে না চায়?'- সংলাপটি কার?
[সি. বো. ১৬]

ক) রায়দুর্লভ
গ) উমিচাঁদ
খ) মিরজাফর
ঘ) ঘসেটি বেগম

'সিরাজের পতন কে না চায়?'- সংলাপটি কার?
[সি. বো. ১৬]

ক) রায়দুর্লভ
গ) উমিচাঁদ
খ) মিরজাফর
ঘ) ঘসেটি বেগম

দওলত আমার কাছে ভগবানের দাদামশায়ের চেয়েও বড়ো। কার কাছে?
[ব. বো. ১৯]

ক) উমিচাঁদ
খ) ঘসেটি বেগম
গ) জগৎশেঠ
ঘ) রায়দুর্লভ

দওলত আমার কাছে ভগবানের দাদামশায়ের চেয়েও বড়ো। কার কাছে?
[ব. বো. ১৯]

ক) উমিচাঁদ
খ) ঘসেটি বেগম
গ) জগৎশেঠ
ঘ) রায়দুর্লভ

উৎকর্ষ

দ্বিতীয় অঙ্ক

[পর্দা পড়ল → পর্দা উঠল]

প্রথম দৃশ্য

সময়: ১৭৫৭ সাল, ১০ই মার্চ।স্থান: নবাবের দরবার।

[চরিত্রবৃন্দ: মঞ্চে প্রবেশের পর্যায় অনুসারে- নকিব, সিরাজ, রাজবল্লভ, মিরজাফর, জগৎশেঠ, রায়দুর্লভ, উৎপীড়িত ব্যক্তি, প্রহরী, ওয়াটস, মোহনলাল]

(দরবারে উপস্থিত- মিরজাফর, রাজবল্লভ, জগৎশেঠ, রায়দুর্লভ, উমিচাঁদ এবং ইংরেজ কোম্পানির প্রতিনিধি ওয়াটস।মোহনলাল, মিরমর্দান, সাঁফ্রে অস্ত্রসজ্জিত বেশে দণ্ডায়মান।নকিবের কণ্ঠে দরবারে নবাবের আগমন ঘোষিত হলো।)

নকিব : নবাব মনসুর-উল-মুলুক সিরাজউদ্দৌলা শাহকুলি খাঁ মির্জা মুহম্মদ হায়বতজঙ্গ বাহাদুর। বা-আদাব আগাহ বাশেদ।

(সবাই আসন ত্যাগ করে উঠে দাঁড়াল।দৃঢ় পদক্ষেপে নবাব ঢুকলেন।সবাই নতশিরে শ্রদ্ধা জানালো।)

সিরাজ : (সিংহাসনে আসীন হয়ে) আজকের এই দরবারে আপনাদের বিশেষভাবে আমন্ত্রণ করা হয়েছে কয়েকটি জরুরি বিষয়ের মীমাংসার জন্যে।

রাজবল্লভ : বে-আদবি মাফ করবেন জাঁহাপনা।দরবারে এ পর্যন্ত তেমন কোনো জরুরি বিষয়ের মীমাংসা হয়নি।তাই আমরা তেমন-

সিরাজ : গুরুতর কোনো বিষয়ের মীমাংসা হয়নি এই জন্যে যে, গুরুতর কোনো সমস্যার মুখোমুখি হতে হবে এমন আশঙ্কা আমার ছিল না।আমার বিশ্বাস ছিল যে, সিপাহসালার মিরজাফর, রাজা রাজবল্লভ, জগৎশেঠ, রায়দুর্লভ, তাঁদের দায়িত্ব সম্বন্ধে সজাগ থাকবেন।আমার পথ বিঘ্নসঙ্কুল হয়ে উঠবে না।অন্তত নবাব আলিবর্দির অনুরাগভাজনদের কাছ থেকে আমি তাই আশা করেছিলাম।

মিরজাফর : জাঁহাপনা কি আমাদের আচরণে সন্দেহ প্রকাশ করছেন?

সিরাজ : আপনাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাবার কোনো বাসনা আমার নেই।আমার নালিশ আজ আমার নিজের বিরুদ্ধে।বিচারক আপনারা।বাংলার প্রজা সাধারণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করতে পারিনি বলে আমি তাদের কাছে অপরাধী।আজ সেই অপরাধের জন্যে আপনাদের কাছে আমি বিচারপ্রার্থী।

জগৎশেঠ : আপনার অপরাধ!

সিরাজ : পরিহাস বলে মনে হচ্ছে শেঠজি? চেয়ে দেখুন এই লোকটার দিকে (ইঙ্গিত করার সঙ্গে সঙ্গে প্রহরী একজন হতশ্রী ব্যক্তিকে দরবারে হাজির করল।সে ডুকরে কেঁদে উঠল)

রায়দুর্লভ : একি! এর এই অবস্থা কে করলে? (তরবারি নিষ্কাশন)

সিরাজ : তরবারি কোষাবদ্ধ করুন রায়দুর্লভ! এর এই অবস্থার জন্যে দায়ী সিরাজের দুর্বল শাসন।

উৎপীড়িত ব্যক্তি: আমাকে শেষ করে দিয়েছে হুজুর।

মিরজাফর : আমরা যে কিছুই বুঝতে পারছি না, জাঁহাপনা।

উৎপীড়িত ব্যক্তি: লবণ বিক্রি করিনি বলে কুঠির সাহেবদের লোকজন আমার বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে।

(ক্রন্দন)

সিরাজ : (সিংহাসনের হাতলে ঘুষি মেরে) কেঁদো না।শুকনো খটখটে গলায় বলো আর কী হয়েছে।আমি দেখতে চাই, আমার রাজত্বে হৃদয়হীন জালিমের বিরুদ্ধে অসহায় মজলুম কঠিনতর জালিম হয়ে উঠছে।

উৎপীড়িত ব্যক্তি: লবণ বিক্রি করিনি বলে কুঠির সাহেবদের লোকজন আমার বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে।ষণ্ডা ষণ্ডা পাঁচজনে মিলে আমার পোয়াতি বউটাকে- ওহ্ হো হো (কান্না)- আমি দেখতে চাইনি।কিন্তু চোখ বুজলেই- ওদের আর একজন আমার নখের ভেতরে খেজুরকাঁটা ফুটিয়েছে।আমার বউকে ওরা খুন করে ফেলেছে হুজুর।(কান্নায় ভেঙে পড়ল)

সিরাজ : (হঠাৎ আসন ত্যাগ করে ওয়াটসের কাছে গিয়ে প্রবল কণ্ঠে) ওয়াটস! → ইংরেজ প্রতিনিধি

ওয়াটস : (ভয়ে বিবর্ণ) Your excellency.

সিরাজ : আমার নিরীহ প্রজাটির এই দুরবস্থার জন্যে কে দায়ী?

ওয়াটস : How can I know that, your excellency?

সিরাজ : তুমি কী করে জানবে? তোমাদের অপকীর্তির কোনো খবর আমার কাছে পৌঁছায় না ভেবেছ? কুঠিয়াল ইংরেজরা এমনি করে দৈনিক কতগুলো নিরীহ প্রজার ওপর অত্যাচার করে তার হিসেব দাও।

ওয়াটস : আপনি আমায় অপমান করছেন Your excellency. দেশের কোথায় কী হচ্ছে সে কৈফিয়ত আমি দেবো কী করে? আমি তো আপনার দরবারে কোম্পানির প্রতিনিধি।

সিরাজ : তুমি প্রতিনিধি? ড্রেক এবং তোমার পরিচয় আমি জানিনে ভেবেছ? দুশ্চরিত্রতা এবং উচ্ছৃঙ্খলতার জন্যে দেশ থেকে নির্বাসিত না করে ভারতে বাণিজ্যের জন্যে তোমাদের পাঠানো হয়েছে।তাই এ দেশে বাণিজ্য করতে এসে দুর্নীতি এবং অনাচারের পথ তোমরা ত্যাগ করতে পারনি।কৈফিয়ত দাও আমার নিরীহ প্রজাদের ওপর এই জুলুম কেন?

ওয়াটস : আপনার প্রজাদের সঙ্গে আমাদের কী সম্পর্ক।আমরা ট্যাক্স দিয়ে শান্তিতে বাণিজ্য করি।

উৎকর্ষ

সিরাজ : ট্যাক্স দিয়ে বাণিজ্য করো বলে আমার নিরীহ প্রজার ওপরে অত্যাচার করবার অধিকার তোমরা পাওনি।

(সমবেত সকলকে উদ্দেশ্য করে)

এই লোকটি লবণ প্রস্তুতকারক। লবণের ইজারাদার কুঠিয়াল ইংরেজ। স্থানীয় লোকদের তৈরি যাবতীয় লবণ তারা তিন চার আনা মণ দরে পাইকারি হিসেবে কিনে নেয়। তারপর এখানে বসেই এখানকার লোকের কাছে সেই লবণ বিক্রি করে দুটাকা আড়াই টাকা মণ দরে।

১ মন → ৩/৪ আনা (কেনা)

১ মন → ২/২½ টাকা (বিক্রি)

মিরজাফর : এ তো ডাকাতি।

সিরাজ : আপনাদের পরামর্শেই আমি কোম্পানিকে লবণের ইজারাদারি দিয়েছি। আপনারা আমাকে বুঝিয়েছিলেন রাজস্বের পরিমাণ বাড়লে দেশের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড মজবুত হয়ে উঠবে।কিন্তু এই কি তার প্রমাণ? এই লোকটি কুঠিয়াল ইংরেজদের কাছে পাইকারি দরে লবণ বিক্রি করতে চায়নি বলে তার এই অবস্থা।বলুন শেঠজি, বলুন রাজবল্লভ, ব্যক্তিগত অর্থলালসায় বিচারবুদ্ধি হারিয়ে আমি এই কুঠিয়ালদের প্রশ্রয় দিয়েছি কি না? বলুন সিপাহসালার, বলুন রায়দুর্লভ, আমি এই অনাচারীদের বিরুদ্ধে শাসন-শক্তি প্রয়োগ করবার সদিচ্ছা দেখিয়েছি কি না? বিচার করুন।আপনাদের কাছে আজ আমি আমার অপরাধের বিচারপ্রার্থী।

(প্রহরী উৎপীড়িত লোকটিকে বাইরে নিয়ে গেল)

রাজবল্লভ : জাঁহাপনার বুদ্ধির তারিফ না করে পারা যায় না।কিন্তু প্রকাশ্য দরবারে এমন সুচিন্তিত পরিকল্পনায় আমাদের অপমান না করলেও চলত।

জগৎশেঠ : নবাবের কাছে আমাদের পদমর্যাদার কোনো মূল্যই নেই।তাই-

সিরাজ : আপনারাও সবাই মিলে নবাবের মর্যাদা যে কোনো মূল্যে বিক্রি করে দিতে চান, এই তো?

মিরজাফর : একথা বলে নবাব আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনতে চাইছেন।এই অযথা দুর্ব্যবহার আমরা হৃষ্ট মনে গ্রহণ করতে পারব কি না সন্দেহ।

সিরাজ : বাংলার নবাবকে ভয় দেখাচ্ছেন সিপাহসালার? দরবারে বসে নবাবের সঙ্গে কী রকম আচরণ করা বিধেয় তা-ও আপনার স্মরণ নেই? এই মুহূর্তে আপনাকে বরখাস্ত করে সেনাবাহিনীর কর্তৃত্ব আমি নিজে গ্রহণ করতে পারি।আপনি, জগৎশেঠ, রাজবল্লভ, উমিচাঁদ সবাইকে কয়েদখানায় আটক রাখতে পারি।হ্যাঁ, কোনো দুর্বলতা নয়।শত্রুর কবল থেকে দেশকে বাঁচাতে হলে আমাকে তাই করতে হবে।মোহনলাল!

(মোহনলাল তরবারি নিষ্কাশন করল)

সিরাজ : (হাতের ইঙ্গিতে মোহনলালকে নিরস্ত করে শান্তভাবে) না, আমি তা করব না। ধৈর্য ধরে থাকব। অসংখ্য ভুল বোঝাবুঝি, অসংখ্য ছলনা এবং শাঠ্যের ওপর আমাদের মৌলিক সম্প্রীতির ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত।কিন্তু আজ সন্দেহেরও কোনো অবকাশ রাখব না।

মিরজাফর : আমাদের প্রতি নবাবের সন্দিগ্ধ মনোভাবের পরিবর্তন না হলে দেশের কল্যাণের কথা ভেবে আমরা উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠব।

সিরাজ : ওই একটি পথ সিপাহসালার-দেশের কল্যাণ, দেশবাসীর কল্যাণ।শুধু ওই একটি পথেই আবার আমরা উভয়ে উভয়ের কাছাকাছি আসতে পারি।আমি জানতে চাই, সেই পথে আপনারা আমার সহযাত্রী হবেন কি না?

রাজবল্লভ : জাঁহাপনার উদ্দেশ্য স্পষ্ট জানা দরকার।

সিরাজ : আমার উদ্দেশ্য অস্পষ্ট নয়।কলকাতায় ওয়াটস এবং ক্লাইভ আলিনগরের সন্ধি খেলাপ করে, আমার আদেশের বিরুদ্ধে ফরাসি অধিকৃত চন্দননগর আক্রমণ করেছে।তাদের ঔদ্ধত্য বিদ্রোহের পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে।এখুনি এর প্রতিবিধান করতে না পারলে ওরা একদিন আমাদের রাষ্ট্রীয় মর্যাদায়, হস্তক্ষেপ করবে।

মিরজাফর : জাঁহাপনা , আমাদের হুকুম করুন।

সিরাজ : আমি অন্তহীন সন্দেহ-বিদ্বেষের উর্ধ্বে ভরসা নিয়েই আপনাদের সামনে দাঁড়িয়েছি।তবু বলছি- আপনারা ইচ্ছে করলে আমাকে ত্যাগ করতে পারেন। বোঝা যতই দুর্বহ হোক একাই তা বইবার চেষ্টা করব।শুধু আপনাদের কাছে আমার একমাত্র অনুরোধ যে, মিথ্যে আশ্বাস দিয়ে আপনারা আমাকে বিভ্রান্ত করবেন না।

মিরজাফর : দেশের স্বার্থের জন্যে নিজেদের স্বার্থ তুচ্ছ করে আমরা নবাবের আজ্ঞাবহ হয়েই থাকব।

উৎকর্ষ

সিরাজ : আমি জানতাম দেশের প্রয়োজনকে আপনারা কখনো তুচ্ছ জ্ঞান করবেন না।

(সিরাজের ইঙ্গিতে প্রহরী তাঁর হাতে কোরান শরিফ দিল। সিরাজ দুহাতে সেটা নিয়ে চুমু খেয়ে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরলেন তারপর মিরজাফরের দিকে এগিয়ে দিলেন।মিরজাফর নতজানু হয়ে দুহাতে কোরান ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করলেন)

মিরজাফর : আমি আল্লাহর পাক কালাম ছুঁয়ে ওয়াদা করছি, আজীবন নবাবের আজ্ঞাবহ হয়েই থাকব।

(সিরাজ প্রহরীর হাতে কোরান শরিফ সমর্পণ করলেন এবং অপর প্রহরীর হাত থেকে তামা, তুলসী, গঙ্গাজলের পাত্র গ্রহণ করলেন।তাঁর ইঙ্গিত পেয়ে একে একে রাজবল্লভ, জগৎশেঠ উমিচাঁদ, রায়দুর্লভ নিজের নিজের প্রতিজ্ঞা উচ্চারণ করে গেলেন)

রাজবল্লভ : আমি রাজবল্লভ, তামাতুলসী, গঙ্গাজল ছুঁয়ে ঈশ্বরের নামে শপথ করছি, আমার জীবন নবাবের কল্যাণে উৎসর্গীকৃত।

রাজবল্লভ

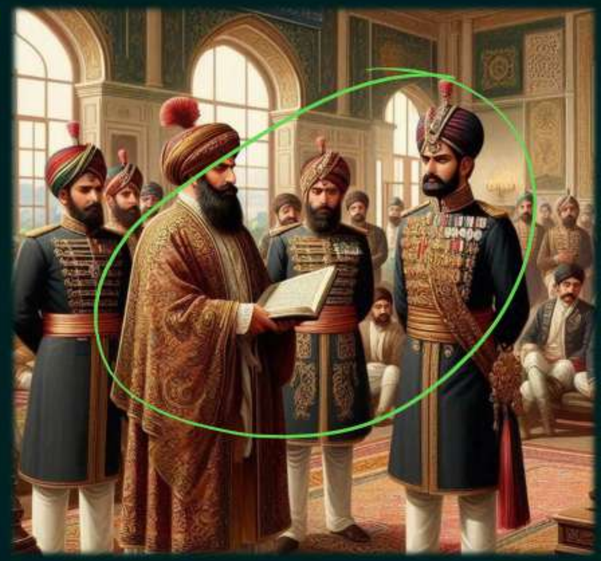

রায়দুর্লভ : ঈশ্বরের নামে প্রতিজ্ঞা করছি, সর্বশক্তি নিয়ে চিরকালের জন্যে আমি নবাবের অনুগামী।

উমিচাঁদ : রামজিকি কসম, ম্যায় কোরবান হুঁ নওয়াবকে লিয়ে।

(প্রহরী গঙ্গাজলের পাত্র নিয়ে চলে গেল)

মিরজাফর : (ওয়াটসকে) ওয়াটস।

ওয়াটস : Your excellency.

সিরাজ : আলিনগরের সন্ধির শর্ত অনুসারে কোম্পানির প্রতিনিধি হিসেবে দরবারে তোমাকে আশ্রয় দিয়েছিলাম।সেই সম্মানের অপব্যবহার করে এখানে বসে তুমি গুপ্তচরের কাজ করছ।তোমাকে সাজা না দিয়েই ছেড়ে দিচ্ছি।বেরিয়ে যাও দরবার থেকে।ক্লাইভ আর ওয়াটসকে গিয়ে সংবাদ দাও যে, তাদের আমি উপযুক্ত শিক্ষা দেব।আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে বেইমান নন্দকুমারকে ঘুষ খাইয়ে তারা চন্দননগর ধ্বংস করেছে।এই ঔদ্ধত্যের শাস্তি তাদের যথাযোগ্য ভাবেই দেওয়া হবে।

ওয়াটস : Your excellency.

'আমার নালিশ আজ আমার নিজের বিরুদ্ধে। সিরাজের এই উক্তির কারণ, তিনি- [দি. বো. ১৯]

ক) যুদ্ধবিদ্যায় অদক্ষ
খ) শাসন পরিচালনার অযোগ্য
গ) প্রজাসাধারণের নিরাপত্তা বিধান করতে পারেননি
ঘ) ইংরেজদের মোকাবিলা করতে পারেননি

'আমার নালিশ আজ আমার নিজের বিরুদ্ধে। সিরাজের এই উক্তির কারণ, তিনি- [দি. বো. ১৯]

ক) যুদ্ধবিদ্যায় অদক্ষ
খ) শাসন পরিচালনার অযোগ্য
গ) প্রজাসাধারণের নিরাপত্তা বিধান করতে পারেননি
ঘ) ইংরেজদের মোকাবিলা করতে পারেননি

'আমার নালিশ আজ আমার নিজের বিরুদ্ধে। বলতে নবাব বোঝাতে চেয়েছেন- [ব. বো. ১৭]

ক) ক্ষমাশীলতাই তাঁর পতনের কারণ
খ) যুদ্ধকৌশল না জেনেই যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া
গ) সেনাপতি ও অমাত্যদের চিনতে না পারা
ঘ) প্রাসাদ ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করতে না পারা

'আমার নালিশ আজ আমার নিজের বিরুদ্ধে। বলতে নবাব বোঝাতে চেয়েছেন- [ব. বো. ১৭]

ক) ক্ষমাশীলতাই তাঁর পতনের কারণ
খ) যুদ্ধকৌশল না জেনেই যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া
গ) সেনাপতি ও অমাত্যদের চিনতে না পারা
ঘ) প্রাসাদ ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করতে না পারা

'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকে 'আপনাদের কাছে আজ আমি আমার অপরাধের বিচারপ্রার্থী।'- সংলাপে ব্যক্ত হয়েছে সিরাজের-
[দি. বো. ১৯]

ক) অপরাধবোধ
খ) প্রজাদের প্রতি প্রেম
গ) অনুশোচনা
ঘ) অমাত্যদের প্রতি শ্লেষ

'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকে 'আপনাদের কাছে আজ আমি আমার অপরাধের বিচারপ্রার্থী।'- সংলাপে ব্যক্ত হয়েছে সিরাজের-
[দি. বো. ১৯]

ক) অপরাধবোধ
খ) প্রজাদের প্রতি প্রেম
গ) অনুশোচনা
ঘ) অমাত্যদের প্রতি শ্লেষ

গঙ্গাজল ছুঁয়ে ঈশ্বরের নামে শপথ করেছিল কে?
[ব. বো. ২২]

ক) রাজবল্লভ
খ) জগৎশেঠ
গ) রায়দুর্লভ
ঘ) উমিচাঁদ

গঙ্গাজল ছুঁয়ে ঈশ্বরের নামে শপথ করেছিল কে?
[ব. বো. ২২]

ক) রাজবল্লভ
খ) জগৎশেঠ
গ) রায়দুর্লভ
ঘ) উমিচাঁদ

{৩.৪০ — ৩.৫০}

দ্বিতীয় দৃশ্য

সময়: ১৭৫৭ সাল, ১৯শে মে।
স্থান: মিরজাফরের আবাস।

[চরিত্রবৃন্দ: মঞ্চে প্রবেশের পর্যায় অনুসারে- জগৎশেঠ, মিরজাফর, রাজবল্লভ, রাইসুল, প্রহরী।]

(মন্ত্রণাসভায় উপস্থিত-মিরজাফর, রাজবল্লভ, রাজদুর্লভ, জগৎশেঠ)

জগৎশেঠ : সিপাহসালার বড় বেশি হতাশ হয়েছেন।

মিরজাফর : না শেঠজি, হতাশ হবার প্রশ্ন নয়।আমি নিস্তব্ধ হয়েছি।অগ্নিগিরির মতো প্রচণ্ড গর্জনে ফেটে পড়বার জন্যে তৈরি হচ্ছি।বুকের ভেতর আকাঙ্ক্ষা আর অধিকারের লাভা টগবগ করে ফুটে উঠছে ঘৃণা আর বিদ্বেষের অসহ্য উত্তাপে।এবার আমি আঘাত হানবই।

রাজবল্লভ : শুধু অপমান! প্রাণের আশঙ্কায় সে আমাদের আতঙ্কিত করে তোলেনি? উপদস্থ কেউ হলে মানীর মর্যাদা বুঝত।কিন্তু মোহনলালের মতো সামান্য একটা সিপাই যখন তলোয়ার খুলে সামনে দাঁড়াল তখন আমার চোখে কেয়ামতের ছবি ভেসে উঠেছিল।

রায়দুর্লভ : সিপাহসালারের অপমানটাই আমার বেশি বেজেছে।

মিরজাফর : এখন আপনারা সবাই আশা করি বুঝতে পারছেন যে, সিরাজ আমাদের শান্তি দেবে না।

জগৎশেঠ : তা দেবে না।চতুর্দিকে বিপদ, তা সত্ত্বেও সে আমাদের বন্দি করতে চায়।এরপর সিংহাসনে স্থির হতে পারলে তো কথাই নেই।

রাজবল্লভ : আমাদের অস্তিত্বই সে লোপ করে দেবে।আমাদের সম্বন্ধে যতটুকু সন্দেহ নবাবের বাইরের আচরণে প্রকাশ পেয়েছে, প্রকাশ পায়নি তার চেয়ে বহু গুণ বেশি। শওকতজঙ্গের ব্যাপারে নবাব আমাদের কিছুই জিজ্ঞাসা করেনি।শুধু মোহনলালের অধীনে সৈন্য পাঠিয়ে তাকে বিনাশ করেছে।এতে আমাদের নিশ্চিত হবার কিছুই নেই।

জগৎশেঠ : তার প্রমাণ তো রয়েছে হাতের কাছে।আমাদের গ্রেফতার করতে গিয়েও করেনি। কিন্তু রাজা মানিকচাঁদকে তো ছাড়ল না।তাকে কয়েদখানায় যেতে হলো।শেষ পর্যন্ত দশ লক্ষ টাকা খেসারত দিয়ে তবে তার মুক্তি।আমি দেখতে পাচ্ছি নন্দকুমারের অদৃষ্টেও বিপদ ঘনিয়ে এসেছে।

মিরজাফর : আমাদের কারও অদৃষ্ট মেঘমুক্ত থাকবে না শেঠজি।

রাজবল্লভ : আমি ভাবছি তেমন দুঃসময় যদি আসে, আর মূল্য দিয়ে মুক্তি কিনবার পথটাও যদি খোলা থাকে, তা হলেও সে মূল্যের পরিমাণ এত বিপুল হবে যে আমরা তা বইতে পারব কিনা সন্দেহ।মানিকচাঁদের মুক্তিমূল্য পঞ্চাশ কোটি টাকার কম হবে না।

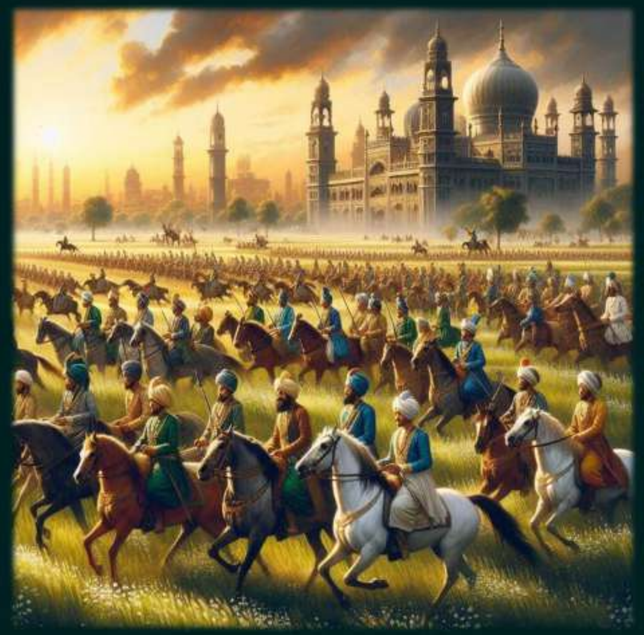

জগৎশেঠ : ওরে বাবা! তার চেয়ে গলায় পা দিয়ে বুকের ভেতর থেকে কলজেটাই টেনে বার করে আনুক।পঞ্চাশ কোটি? আমার যাবতীয় সম্পত্তি বিক্রি করলেও এক কোটি টাকা হবে না।ধরতে গেলে মাসের খরচটাই তো ওঠে না।নবাবের হাত থেকে ধন-সম্পত্তি রক্ষার জন্যে মাসে মাসে অজস্র টাকা খরচ করে সেনাপতি ইয়ার লুৎফ খাঁয়ের অধীনে দুহাজার অশ্বারোহী পুষতে হচ্ছে।

মিরজাফর : কাজেই আর কালক্ষেপ নয়।

রাজবল্লভ : আমরা প্রস্তুত।কর্মপন্থা আপনিই নির্দেশ করুন।আমরা একবাক্যে আপনাকেই নেতৃত্ব দিলাম।

মিরজাফর : আমার ওপরে আপনাদের আন্তরিক ভরসা আছে তা আমি জানি।তবু আজ একটা বিষয় খোলাসা করে নেওয়া উচিত।আজ আমরা সবাই সন্দেহ-দোলায় দুলছি। কেউ কাউকে বিশ্বাস করতে পারছিনে।তাই আমাদের সিদ্ধান্ত কাগজে-কলমে পাকাপাকি করে নেওয়াই আমার প্রস্তাব।

(দলিল)

জগৎশেঠ : আমার তাতে কোনো আপত্তি নেই।

রায়দুর্লভ : এতে আপত্তির কি থাকতে পারে?

(নেপথ্যে কণ্ঠস্বর)

নেপথ্যে : ওরে বাবা কতবার দেখতে হবে? দেউড়ি থেকে আরম্ভ করে এ পর্যন্ত মোট একুশবার দেখিয়েছি।এই দেখ বাবা, আর একটিবার দেখ।হলো তো?

(রাইসুল জুহালা কামরায় ঢুকল)

কী গেরোরে বাবা।

মিরজাফর : কী হয়েছে?

রাইস : সালাম হুজুর।ওই পাহারাওয়ালা হুজুর।সবাই হাত বাড়িয়ে আঙুল নাচিয়ে বলে, দেখলাও।দেরি করলে তলোয়ারে হাত দেয়।আমি বলি, আছে বাবা, আছে।খোদ নবাবের পাঞ্জা-

মিরজাফর : (সন্ত্রস্ত) নবাবের পাঞ্জা?

রাইস : আলবত হুজুর।কেন নয়? (আবার কুর্নিশ করে) হুজুরের নবাব হতে আর বাকি কি?

মিরজাফর : (প্রসন্ন হাসি হেসে) সে যাক! খবর কি তাই বলো!

রাইস : প্রায় শেষ খবর নিয়ে এসেছিলাম হুজুর।তলোয়ারের খাড়া এক কোপ।একেবারে গর্দান সমেত-

রাজবল্লভ : (বিরক্ত) আবোল তাবোল বকে বড় বেশি সময় নষ্ট করছ রাইস মিয়া।

রাইস : (ক্ষুব্ধ) আবোল তাবোল কি হুজুর, বলছি তো তলোয়ারের খাড়া এক কোপ। লাফিয়ে সরে দাঁড়িয়ে তাই রক্ষে।তবু এই দেখুন (পকেট থেকে দ্বিখণ্ডিত মূলার নিম্নাংশ বার করল) একটু নুন জোগাড় হলেই কাঁচা খাব বলে মুলোটা হাতে নিয়েই ঘুরছিলাম।ক্লাইভ সাহেবের তলোয়ারের কোপে সেটাই দুখণ্ড।

জগৎশেঠ : এ যে দেখি ব্যাপারটা ক্রমশ ঘোরালো করে তুলছে।ক্লাইভ সাহেব তোমাকে তলোয়ারের কোপ মারতে গেল কেন?

রাইস : গেরো হুজুর।কপালের গেরো।উমিচাঁদজির চিঠি নিয়ে তাঁর কাছে গেলাম।তিনি চিঠি না পড়ে কটমট করে আমার দিকে চাইতে লাগলেন।তারপর ওঁর কামানের মতো গলা দিয়ে একতাল কথার গোলা ছুটে বার হলো আর ইউ এ স্পাই? এবং সঙ্গে সঙ্গে ওই প্রশ্নই বাংলায়-তুমি গুপ্তচর? এমন এক অদ্ভুত উচ্চরণ করলেন, আমি শুনলাম তুমি ঘুফুৎচোর? চোর কথাটা শুনেই মাথা গরম হয়ে উঠল।তা ছাড়া ঘুফুৎচোর? গামছা চোর, বদনা চোর,জুতো চোর, গরু চোর, সিঁধেল চোর, কাফন চোর আমাদের আপনাদের ভেতরে হুজুর কত রকমারি চোরের নাম যে শুনেছি আর তাদের চেহারা চিনেছি তার আর হিসাব নেই।কিন্তু ঘুফুৎচোর আর আমি স্বয়ং। হিতাহিত বিচার না করেই হুজুর মুখের ওপরেই বলে ফেললাম, -(মৃদু হাসি) একটু ইংরেজিও তো জানি, ইংরেজিতেই বললাম, ইউ শাট আপ।সঙ্গে সঙ্গে তলোয়ারের এক কোপ।(হেসে উঠে) অহংকার করব না হুজুর, লাফটা যা দিয়েছিলাম একবারে মাপা।তাই আমার গর্দানের বদলে ক্লাইভ সাহেবের ভাগ্যে জুটছে মুলোর মাথাটা।

মিরজাফর : কথা থামাবে রাইস মিয়া।

রাইস : হুজুর

মিরজাফর : এখন তুমি কার কাছ থেকে আসছ?

রাইস : উমিচাঁদজির কাছ থেকে।এই যে চিঠি।(পত্র দিল)

মিরজাফর : (পত্র পড়ে রাজবল্লভের দিকে এগিয়ে দিলেন) ক্লাইভ সাহেবের ওখানে কাকে দেখলে?

রাইস : অনেকগুলো সাহেব মেমসাহেব হুজুর।ভূত ভূত চেহারা সব।

মিরজাফর : কারো নাম জানো না?

রাইস : সবতো বিদেশি নাম।এদেশি হলে পুরুষগুলোকে বলা যেত- বেম্মোদত্যি, জটাধারী, মামদো, পেঁচো, চোয়ালে পেঁচো, গলায় দড়ে, এক ঠেংগে, কন্দকাটা ইত্যাদি।মেয়েগুলোকে বলতে পারতাম: শাঁকচুন্নি, উলকামুখী, আঁষটেপেতি, কানি পিশাচী এই সব আর কি।

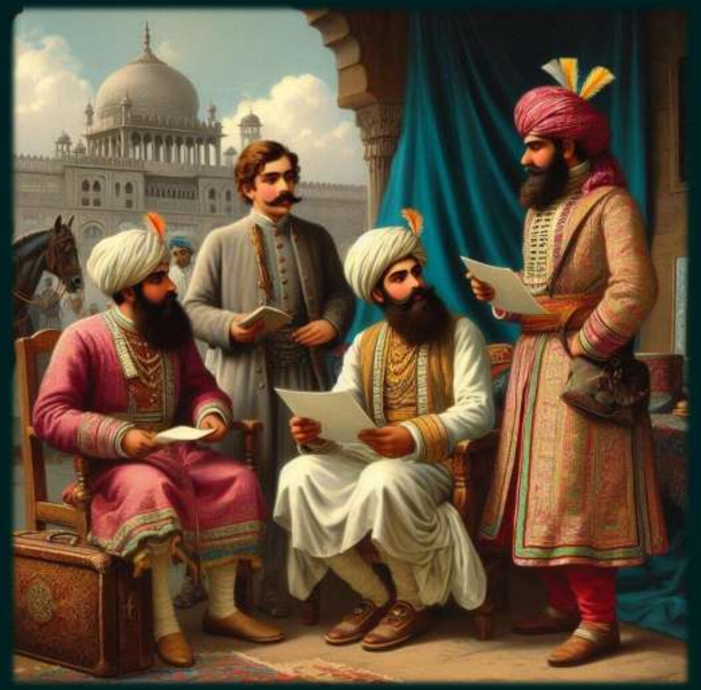

জগৎশেঠ : রাইস মিয়ার মুখে কথার খই ফুটছে।

রাইস : রাত-বেরাতে চলাফেরা করি ভূত পেত্নীর সঙ্গেও যোগ রাখতে হয় হুজুর।(চিঠিখানা রাজবল্লভ, জগৎশেঠ এবং রায়দুর্লভের হাত ঘুরে আবার মিরজাফরের হাতে এল)

মিরজাফর : একে তাহলে বিদায় দেওয়া যাক?

রাজবল্লভ : চিঠির জবাব দেবেন না?

মিরজাফর : চিঠিপত্র যত কম দেওয়া যায় ততই ভালো কে জানে কোথায় সিরাজের গুপ্তচর ওঁৎ পেতে বসে আছে।

জগৎশেঠ : তাছাড়া আমাদের গুপ্তচরদেরই বা বিশ্বাস কি? তারা মূল চিঠি হয়ত আসল জায়গায় পৌঁছচ্ছে; কিন্তু একখানা করে তার নকল যথাসময়ে নবাবের লোকের হাতে পাচার করে দিচ্ছে।

রাইস : সন্দেহ করাটা অবশ্য বুদ্ধিমানের কাজ; কিন্তু বেশি সন্দেহে বুদ্ধি ঘুলিয়ে যেতে পারে।একটা কথা মনে রাখবেন হুজুর, গুপ্তচররাও যথেষ্ট দায়িত্ব নিয়ে কাজ করে। তাদের বিপদের ঝুঁকিও কম নয়।

জগৎশেঠ : কিছু মনে কোরো না।তোমার সম্বন্ধে কোনো মন্তব্য করিনি।

মিরজাফর : তুমি তাহলে এখন এস।উমিচাঁদজিকে আমার এই সাংকেতিক মোহরটা দিও। তাহলেই তিনি তোমার কথা বিশ্বাস করবেন।তাঁকে বোলো, দুইনম্বর জায়গায় আগামী মাসের ৮ তারিখে সব কিছু লেখাপড়া হবে।

রাইস : হুজুর।(সাংকেতিক মোহরটা নিয়ে বেরিয়ে গেল)

মিরজাফর : রাইসুল জুহালা খুবই চালাক।সে উমিচাঁদের বিশ্বাসী লোক।ওর সামনে শেঠজির ওকথা বলা ঠিক হয়নি।

জগৎশেঠ : আমি শুধু বলেছি কি হতে পারে।

মিরজাফর : কত কিছুই হতে পারে শেঠজি।আমরাই কি দিনকে রাত করে তুলছিনে? নবাবের মির মুন্সি আসল চিঠি গায়েব করে নকল চিঠি পাঠাচ্ছে কোম্পানির কাছে।তাতেই তো ওদের এত সহজে ক্ষেপিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছে।বুদ্ধিটা অবশ্য রাজবল্লভের; কিন্তু ভাবুন তো কতখানি দায়িত্ব এবং বিপদের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করছে নবাবের বিশ্বাসী মির মুন্সি।

জগৎশেঠ : তা তো বটেই।গুপ্তচরের সহায়তা ছাড়া আমরা এক পা-ও এগোতে পারতাম না।

মিরজাফর : প্রস্তুতি প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।এখন আমি ভাবছি ইংরেজদের ওপরে পুরোপুরি নির্ভর করা যাবে কি না?

রাজবল্লভ : তাতে কোনো সন্দেহ নেই।ওরা বেনিয়ার জাত।পয়সা ছাড়া কিছু বোঝে না। ওরা জানে সিরাজউদ্দৌলার কাছ থেকে কোনো রকম সুবিধার আশা নেই। কাজেই সিপাহসালারকে সিংহাসনে বসাবার জন্যে ওরা সব রকমের সাহায্য দেবে।

জগৎশেঠ : অবশ্য টাকা ছাড়া।কারণ সিরাজকে গদিচ্যুত করা ওদের প্রয়োজন হলেও সিপাহসালারকে ওরা সাহায্য দেবে নগদ মূল্যের বিনিময়ে।

রাজবল্লভ : সেটাও একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে কি না তা তো বুঝতে পারছিনে।আমি যতদূর শুনেছি ওদের দাবি দুইকোটি টাকার ওপরে যাবে।কিন্তু এত টাকা সিরাজউদ্দৌলার তহবিল থেকে কোনোক্রমেই পাওয়া যাবে না।

মিরজাফর : মিরজাফর আমরা অনেক দূর এগিয়ে এসেছি রাজা রাজবল্লভ।ও কথা আর এখন ভাবলে চলবে না।সকলের স্বার্থের খাতিরে ক্লাইভের দাবি মেটাবার যা হোক একটা ব্যবস্থা করতেই হবে।(বিভোর কণ্ঠে) সফল করতে হবে আমার স্বপ্ন।বাংলার মসনদ-নবাব আলিবর্দির আমলে, উদ্ধত সিরাজের আমলে মসনদের পাশে অবনত মস্তকে দাঁড়িয়ে আমি এই কথাই শুধু ভেবেছি, একটা দিন, মাত্র একটা দিনও যদি ওই মসনদে মাথা উঁচু করে আমি বসতে পারতাম।

[দৃশ্যান্তর]

সিরাজউদ্দৌলা' নাটকে দ্বিতীয় অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্য সংঘটনের স্থান কোথায়?

ক) নবাবের দরবার
খ) ঘসেটি বেগমের বাড়ি
গ) মিরজাফরের আবাস
ঘ) ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ

সিরাজউদ্দৌলা' নাটকে দ্বিতীয় অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্য সংঘটনের স্থান কোথায়?

ক) নবাবের দরবার
খ) ঘসেটি বেগমের বাড়ি
গ) মিরজাফরের আবাস
ঘ) ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ

মানিকচাঁদ মুক্তি পেয়েছে কত টাকা খেসারত দিয়ে?

ক) ১০ হাজার টাকা
খ) ২০ হাজার টাকা
গ) ১০ লক্ষ টাকা
ঘ) ২০ লক্ষ টাকা

10

মানিকচাঁদ মুক্তি পেয়েছে কত টাকা খেসারত দিয়ে?

ক) ১০ হাজার টাকা
খ) ২০ হাজার টাকা
গ) ১০ লক্ষ টাকা
ঘ) ২০ লক্ষ টাকা

মানিকচাঁদ মুক্তি পেয়েছে কত টাকা খেসারত দিয়ে?

ক) ১০ হাজার টাকা
খ) ২০ হাজার টাকা
গ) ১০ লক্ষ টাকা
ঘ) ২০ লক্ষ টাকা

তৃতীয় দৃশ্য

সময়: ১৭৫৭ সাল, ৯ই জুন।স্থান মিরনের আবাস।

[চরিত্রবৃন্দ: মঞ্চে প্রবেশের পর্যায় অনুসারে- নর্তকীগণ, বাদকগণ, মিরন, পরিচারিকা, রায়দুর্লভ, জগৎশেঠ, রাজবল্লভ, মিরজাফর, ওয়াটস, ক্লাইভ, রক্ষী, মোহনলাল।]

(ফরাসে তাকিয়া ঠেস দিয়ে অর্ধশায়িত মিরন।পার্শ্বে উপবিষ্টা নর্তকীর হাতে ডান হাত সমর্পিত।অপর নর্তকী নৃত্যরতা।নৃত্যের মাঝে মাঝে সুরামত্ত মিরনের উল্লাসধ্বনি।)

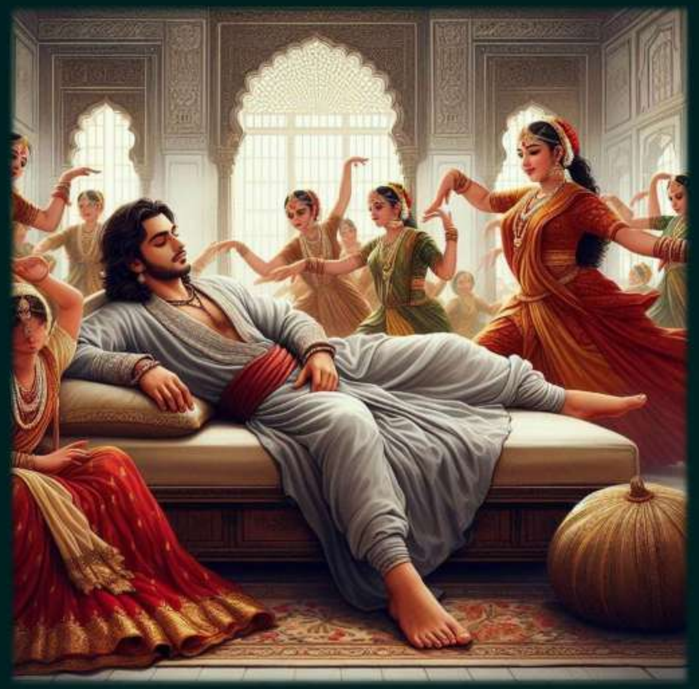

মিরন : সাবাস।বহোত খুব।তোমরা আছ বলেই বেঁচে থাকতে ভালো লাগে।

(নর্তকী নাচের ফাঁকে এক টুকরো হাসি ছুঁড়ে দিল মিরনের দিকে।পরিচারিকা কামরায় এসে চিঠি দিল মিরনের হাতে।সেটা পড়ে বিরক্ত হলো মিরন।তবু পরিচারিকাকে সম্মতিসূচক ইঙ্গিত করতেই সে বেরিয়ে গেল।পার্শ্বে উপবিষ্টা নর্তকী মিরনের ইঙ্গিতে কামরার অন্যদিকে চলে গেল।অল্প পরেই ছদ্মবেশধারী এক ব্যক্তিকে কামরায় পৌছিয়ে দিয়ে পরিচারিকা চলে গেল।)

ছদ্মবেশ

মিরন : ' সেনাপতি রায়দুর্লভ এ সময়ে এখানে আসবেন তা ভাবিনি।

(নর্তকীদের চলে যেতে ইঙ্গিত করল)

রায়দুর্লভ : আমাকে আপনি নৃত্যগীতের সুধারসে একেবারে নিরাসক্ত বলেই ধরে নিয়েছেন।

মিরন : তা নয়, তবে আপনি যখন ছদ্মবেশে হঠাৎ এখানে উপস্থিত হয়েছেন তখনি বুঝেছি প্রয়োজন জরুরি।তাই সময় নষ্ট করতে চাইলুম না।

রায়দুর্লভ : দুদণ্ড সময় নষ্ট করে একটু আমোদ-প্রমোদই না হয় হতো।অহরহ অশান্তি আর অব্যবস্থার মধ্য থেকে জীবন বিস্বাদ হয়ে উঠেছে।কিন্তু (একজনকে দেখিয়ে) এ নর্তকীকে আপনি পেলেন কোথায়? একে যেন এর আগে দেখেছি বলে মনে হচ্ছে। সে যাক।হঠাৎ আপনার এখানে বৈঠকের আয়োজন? তা-ও খবর পেলাম কিছুক্ষণ আগে।

মিরন : আমার এখানে না করে উপায় কী? মোহনলালের গুপ্তচর জীবন অসম্ভব করে তুলেছে।আমার বাসগৃহ অনেকটা নিরাপদ।কারণ মোহনলাল জানে যে, আমি নাচ-গানে মশগুল থাকতেই ভালোবাসি।

রায়দুর্লভ : কে কে আসছেন এখানে?

মিরন : প্রয়োজনীয় সবাই।তাছাড়া বাইরে থেকে বিশেষ অতিথি হিসেবে আসবেন কোম্পানির প্রতিনিধি কেউ একজন।

রায়দুর্লভ : কোম্পানির প্রতিনিধি কলকাতা থেকে এখানে আসছেন?

মিরন : তিনি আসবেন কাশিমবাজার থেকে।

রায়দুর্লভ : সে যা হোক।আলোচনায় আমি থাকতে পারব না।কারণ আমার পক্ষে বেশিক্ষণ বাইরে থাকা নিরাপদ নয়।কখন কী কাজে নবাব তলব করে বসবেন তার ঠিক নেই। তলবের সঙ্গে সঙ্গে হাজির না পেলে তখুনি সন্দেহ জমে উঠবে।আপনার কাছে তাই আগেভাগে এলাম শুধু আমার সম্বন্ধে কী ব্যবস্থা হলো জানবার জন্যে।

মিরন

মিরন : আপনার ব্যবস্থা তো পাকা।সিরাজের পতন হলে আব্বা হবেন মসনদের মালিক। কাজেই সিপাহসালার-এর পদ আপনার জন্যে একেবারে নির্দিষ্ট।

সেনাপতি

রায়দুর্লভ : আমার দাবিও তাই।তবে আর একটা কথা।চারিদিককার অবস্থা দেখে যদি বুঝি যে, আপনাদের সাফল্যের কোনো আশা নেই, তাহলে কিন্তু আমার সহায়তা আপনারা আশা করবেন না?

মীরন
মীর জাফরের ছেলে

মিরন : (ঈষৎ বিস্মিত) কী ব্যাপার? আপনাকে যেন কিছুটা আতঙ্কিত মনে হচ্ছে।

রায়দুর্লভ : আতঙ্কিত নই।কিন্তু দ্বিধাগ্রস্ত হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়।চারিদিকে শুধু অবিশ্বাস আর ষড়যন্ত্র।এর ভেতরে কর্তব্য স্থির করাই দায় হয়ে উঠেছে।

পরিচারিকা : মেহমান।

রায়দুর্লভ : আমি সরে পড়ি।

মিরন : বসেই যান না।মেহমানরা এসে পড়েছেন।কিছুক্ষণের ভেতরেই বৈঠক শুরু হয়ে যাবে।

রায়দুর্লভ : না।আমার কেমন যেন অস্বস্তি লাগছে।আমি পালাই।কিন্তু আমার সঙ্গে যে ওয়াদা তার যেন খেলাপ না হয়।(প্রস্থান)

(পরিচারিকাকে ইঙ্গিত করে মিরন কিছুটা প্রস্তুত হয়ে বসল।জগৎশেঠ, রাজবল্লভ ও মিরজাফরের প্রবেশ।মিরন সমাদর করে তাদের বসাল)

মিরন : একটু আগে রায়দুর্লভ এসেছিলেন ব্যক্তিগত কারণে তিনি আলোচনায় থাকতে পারবেন না বললেন।কিন্তু তাঁর দাবির কথাটা আমার কাছে তিনি খোলাখুলিই জানিয়ে গেছেন।

জগৎশেঠ : তাঁকে প্রধান সেনাপতির পদ দিতে হবে এই তো?

রাজবল্লভ : সবাই উচ্চাভিলাষী।সবাই সুযোগ খুঁজছে।তা না হলে রায়দুর্লভ মাসে মাসে আমার কাছ থেকে যে বেতন পাচ্ছে তাতেই তার স্বর্গ হাতে পাবার কথা।

মিরজাফর : ও সব কথা থাক রাজা।সবাই একজোটে কাজ করতে হবে।সকলের দাবিই মানতে হবে।রায়দুর্লভ ক্ষুদ্র শক্তিধর।তার সাহায্যেই আমরা জিতব এমন কথা নয়।কিন্তু প্রয়োজনীয় মুহূর্তে নবাবের সঙ্গে তার বিশ্বাসঘাতকতার গুরুত্ব আছে বৈ কি!

(পরিচারিকার প্রবেশ)

পরিচারিকা : জানানা সওয়ারি।

(সবাই একটু বিব্রত হয়ে পড়ল।মিরজাফর হঠাৎ পকেট থেকে কয়েক টুকরো কাগজ বের করে তাতে মন দিলেন। মিরন লজ্জিত।হঠাৎ আত্মসংবরণ করে ধমকে উঠল)

মিরন : ভাগো হিয়াসে, কমবৎ।

(পরিচারিকার দ্রুত প্রস্থান)

রাজবল্লভ : (ইঙ্গিতপূর্ণ হাসি হেসে) চট করে দেখে এস।আত্মীয়রাই কেউ হবে হয়ত।

(সুযোগটুকু পেয়ে মিরন তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে গেল।অভাবিত পরিবেশ এড়াবার জন্যে জগৎশেঠ নতুন প্রসঙ্গের অবতারণা করলেন)

জগৎশেঠ : আজকের আলোচনায় উমিচাঁদ অনুপস্থিত।কিন্তু তাকে বাদ দিয়ে তো আর কোম্পানির সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর সম্ভব নয়।

কালকেউটে → উমিচাঁদ

মিরজাফর : (হঠাৎ যেন পরিবেশের খেই ধরতে পেরেছেন) আরে বাপরে একেবারে কালকেউটে।তার দাবিই তো সকলের আগে।তা না হলে দণ্ড না পেরোতেই সমস্ত খবর পৌঁছে যাবে নবাবের দরবারে।মনে হয় কলকাতায় বসেই সে চুক্তিতে স্বাক্ষর দেবে।

(দুজন মহিলাসহ উল্লসিত মিরন কামরায় ঢুকলো)

মিরন : এঁরাই জানানা সওয়ারি।

মরদ → জেনানা

(রমণীর ছদ্মবেশ ত্যাগ করলেন ওয়াটস এবং ক্লাইভ।মিরন বেরিয়ে গেল)

ওয়াটস : Sorry to disappoint you gentlemen. Are you surprised?
ইনি রবার্ট ক্লাইভ।

মিরজাফর : (সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়িয়ে) কর্নেল ক্লাইভ?

ক্লাইভ + ওয়াটস

উৎকর্ষ

ক্লাইভ : Are you surprised? অবাক হলেন?

মিরজাফর : অবাক হবারই কথা।এ সময়ে এভাবে এখানে আসা খুবই বিপজ্জনক।

ক্লাইভ : বিপদ? কার বিপদ জাফর আলি খান? আপনার না আমার?

মিরজাফর : দুজনেরই।তবে আপনার কিছুটা বেশি।

ক্লাইভ : আমার কোনো বিপদ নেই।তা ছাড়া বিপদ ঘটাবে কে?

জগৎশেঠ : নবাবের গুপ্তচরের হাতে তো পড়নি?

উৎকর্ষ

ক্লাইভ : নবাবকে আমার কোনো ভয় নেই।কারণ সে আমাদের কিছুই করতে পারবে না।

রাজবল্লভ : কেন পারবে না? গাল ফুলিয়ে বড় বড় কথা বললেই সব হয়ে গেল নাকি! তুমি এখানে একা এসেছ।তোমাকে ধরে বস্তাবন্দি হুলো-বেড়ালের মতো পানাপুকুরে দুচারটে চুবুনি দিতে বাদশাহের ফরমান জোগাড় করতে হবে নাকি?

ক্লাইভ : I do not understand your Hulo business. But I am sure Nabab can cause no harm to us.

জগৎশেঠ : ভগবানের দিব্যি কর্নেল সাহেব, তোমরা বড় বেহায়া।এই সেদিন কলকাতায় যা মার খেয়েছো এখনো তার ব্যথা ভোলার কথা নয় এরি ভেতরে-

ক্লাইভ : দেখো শেঠজি, এক আধবার অমন হয়েই থাকে।তা ছাড়া রবার্ট ক্লাইভের সঙ্গে এখনো যুদ্ধ হয়নি।যখন হবে তখন তোমরাই তার ফল দেখবে।

রাজবল্লভ : সেটা দেখবার আগেই গলাবাজি করছ কেন?

ক্লাইভ : এই জন্যে যে নবাবের কোনো ক্ষমতা নেই।যার প্রধান সেনাপতি বিশ্বাসঘাতক, যার খাজাঞ্চি, দেওয়ান, আমির, ওমরাহ সবাই প্রতারক তার কোনো ক্ষমতা থাকতে পারে না।তবে হ্যাঁ, আপনারা ইচ্ছে করলে আমাদের ক্ষতি করতে পারেন।

রাজবল্লভ : আমরা?

ক্লাইভ : Why not? আপনারা সব পারেন।আজ নবাবকে ডোবাচ্ছেন, কাল আমাদের পথে বসাবেন না তা কি বিশ্বাস করা যায়? আমি বরং নবাবকে বিশ্বাস করতে পারি, কিন্তু-

মিরজাফর : এইসব কথার জন্যেই আমরা এখানে হাজির হয়েছি নাকি?

সেরা বিশ্বাসঘাতক

ক্লাইভ : Sorry Mr. Jafar Ali Khan. হ্যাঁ একটা জরুরি কথা আগেই সেরে নেওয়া যাক। উমিচাঁদ এ-যুগের সেরা বিশ্বাসঘাতক আমাদের প্লানের কথা সে নবাবকে জানিয়ে দিয়েছে।কলকাতা attack-এর সময়ে তার যা ক্ষতি হয়েছিল নবাব তা compensate করতে চেয়েছেন।স্কাউন্ড্রেলটা আবার এক নতুন offer নিয়ে আমাদের কাছে এসেছে।

মিরজাফর : আমি শুনেছি সে আরও ত্রিশ লক্ষ টাকা চায়।

ক্লাইভ : এবং তাকে অত টাকা দেবার মতো পজিশন আমাদের নয়।থাকলেও আমরা তা দেবো না।কেন দেবো? Why? Thirty lacs of rupees is no joke.

রাজবল্লভ : কিন্তু উমিচাঁদ যে রকম ধড়িবাজ তাতে সে হয়ত অন্যরকম কিছু বড়যন্ত্র করতে পারে।যাবতীয় গুপ্ত খবর তার জানা।

ক্লাইভ : Don't worry, Raja! উমিচাঁদ অনেক বুদ্ধি রাখে।But Clive is no less আমি উমিচাঁদকে ঠকাবার ব্যবস্থা করেছি।

মিরজাফর : কী রকম?

ক্লাইভ : দুটো দলিল হবে।আসল দলিলে উমিচাঁদের কোনো Reference থাকবে না।নকল দলিলে লেখা থাকবে যে নবাব হেরে গেলে কোম্পানি উমিচাঁদকে ত্রিশ লক্ষ টাকা দেবে।

রাজবল্লভ : কিন্তু সে যদি কোনো রকমে এ কথা জানতে পারে?

ক্লাইভ : আপনারা না জানালে জানবে না।আর জানলে কারও বুঝতে বাকি থাকবে না যে, আপনারাই তা জানিয়েছেন।

জগৎশেঠ : আমাদের সম্বন্ধে আপনারা নিশ্চিত থাকতে পারেন।

ক্লাইভ : কমিটির সকলেই করেছেন।এখানে আপনি সই করবেন এবং রাজা রাজবল্লভ ও জগৎশেঠ থাকবেন উইটনেস।নকল দলিলটায় অ্যাডমিরাল ওয়াটসন সই করতে রাজি হননি।

সই → মীর জাফর

witness → রাজবল্লভ + জগৎশেঠ

মিরজাফর : উমিচাঁদ মানবে কেন তাহলে?

ক্লাইভ : সে ব্যবস্থা হয়েছে ওয়াটসনের সই জাল করে দিয়েছে লুসিংটন।

ওয়াটসনের সই জাল → লুসিংটন

জগৎশেঠ : তাহলে আর দেরি কেন? আমাদের আবার এক জায়গায় বেশিক্ষণ থাকা নিরাপদ নয়।

ক্লাইভ : Of course দলিল দুটোই তৈরি আছে।শুধু সই হয়ে গেলেই কাজ মিটে যায়।

(দলিলের কপি মিরজাফরের দিকে এগিয়ে দিল)

মিরজাফর : একটু পড়ে দেখব না?

ক্লাইভ : ড্রাফট তো আগেই পড়েছেন।

রাজবল্লভ : তাহলেও একবার পড়ে দেখা দরকার।

ক্লাইভ : If you want to go ahead পড়ে দেখুন উমিচাঁদের মতো আপনাদেরও ঠকানো হয়েছে কি-না।

(দলিলটা রাজবল্লভের দিকে এগিয়ে দিয়ে) নিন রাজা আপনিই পড়ুন।

রাজবল্লভ : (পড়তে পড়তে) যুদ্ধে সিরাজউদ্দৌলার পতন হলে কোম্পানি পাবেন এক কোটি টাকা, কলকাতার বাসিন্দারা ক্ষতিপূরণ বাবদ পাবেন সত্তর লক্ষ টাকা, ক্লাইভ সাহেব পাবেন দশ লক্ষ টাকা, অ্যাডমিরাল ওয়াটসন পাবেন-

১ কোটি

৭০ লক্ষ

বাকি- ১০ লক্ষ

রাজবল্লভ : এখন আর কিছু লাভ নেই, কিন্তু ভাবছি নবাবের তহবিল দুবার করে লুট করলেও তিন কোটি টাকা পাওয়া যাবে কিনা।

মিরজাফর : বড় দেরি হয়ে যাচ্ছে।আসুন দস্তখত দিয়ে কাজ শেষ করে ফেলি।

রাজবল্লভ : এই দলিল অনুসারে সিপাহসালার শুধু মসনদে বসবেন কিন্তু রাজ্য চালাবেন কোম্পানি।

ক্লাইভ : (বিরক্ত) You are thinking like a fool. আমরা কেন রাজ্য চালাব। আমরা শুধু ব্যবসা-বাণিজ্য করবার privilege টুকু secured করে নিচ্ছি।তা আমাদের করতেই হবে।

জগৎশেঠ : আপনাদের স্বার্থ রক্ষা করুন।কিন্তু দেশের শাসন ক্ষমতায়, আপনারা হাত দেবেন এ তো ভালো কথা নয়।

ক্লাইভ : (রীতিমতো ক্রুদ্ধ) Then what you are going to do about it? দলিল দুটো তাহলে ফিরিয়ে নিয়ে যাই।আপনাদের শর্তাদি জানিয়ে দেবেন।সেইভাবে আবার একটা খসড়া তৈরি করা যাবে।

মিরজাফর : না না, সেকি কথা? এমনিতেই বাজারে নানারকম গুজব ছড়িয়ে পড়েছে।কোনদিন সিরাজউদ্দৌলা সবাইকে গারদে পুরে দেবে তার ঠিক নেই।দিন, আমি দলিল সই করে দিই।শুভকাজে অযথা বিলম্ব করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়।
(রাজবল্লভের হাত থেকে দলিল নিয়ে সই করতে বসল।কিন্তু একটু ইতস্তত করে)

মিরজাফর : বুকের ভেতর হঠাৎ যেন কেঁপে উঠল।বাইরে কোথাও মরাকান্না শুনতে পাচ্ছেন শেঠজি? আমি যেন শুনলাম।

ক্লাইভ : (উচ্চহাসি) বিদ্রোহী সেনাপতি, অথচ so coward

রাজবল্লভ : নানা প্রকারের দুশ্চিন্তায় আপনার শরীর মন দুর্বল হয়ে পড়েছে।ও কিছু নয়।

মিরজাফর : তাই হয়ত।

(কলম নিয়ে স্বাক্ষর দিতে গিয়ে আবার ইতস্তত করল)

কিন্তু রাজবল্লভ যেমন বললেন, সবাই মিলে সত্যিই আমরা বাংলাকে বিক্রি করে দিচ্ছি না তো?

ক্লাইভ : Oh, what nonsense! আমি জানতাম coward-দের ওপর কোনো কাজের জন্যেই ভরসা করা যায় না।তাই বিপদের ঝুঁকি নিয়ে দলিল সই করাতে নিজেই এসেছি।একা ওয়াটসকে পাঠিয়ে নিশ্চিত থাকতে পারিনি।এখন দেখছি আমার অনুমান অক্ষরে অক্ষরে সত্যি।(মিরজাফরকে) আরে বাংলা আপনাদেরই থাকবে। রাজা হয়ে আমরা কী করব? আমরা চাই টাকা।আপনাদের কোনো ভয় নেই।You are sacrificing the Nabab and not the country, দেশের জন্যে দেশের নবাবকে আপনারা সরিয়ে দিচ্ছেন।কারণ, সে অত্যাচারী।সে থাকলে দেশের কল্যাণ হবে না।

মিরজাফর : আপনি ঠিক বলেছেন।আমরা নবাবকে সরিয়ে দিচ্ছি।সে আমাদের সম্মান দেয় না।(দলিলে সই করল।নেপথ্যে করুণ সংগীত চলতে থাকবে। জগৎশেঠ এবং রাজবল্লভও সই করল।)

ক্লাইভ : That's all right. (দলিল ভাঁজ করতে করতে) আমরা এমন কিছু করলাম যা ইতিহাস হবে।We have done a great thing-a great thing.
(ক্লাইভ এবং ওয়াটস আবার নারীর ছদ্মবেশ নিল, তারপর সবাই বেরিয়ে গেল।অন্যদিক দিয়ে মিরনের প্রবেশ।)

মিরন : হাহাহা।আর দেরি নেই।(হাততালি দিতেই পরিচারিকার প্রবেশ) আগামীকাল যুদ্ধ।জানিস আগামী পরশু কী হবে? আগামী পরশু আমি শাহজাদা মিরন। শাহজাদা হা হা হা।তারপর একদিন বাংলার নবাব।
(দ্রুত জনৈক রক্ষীর প্রবেশ)

রক্ষী : হুজুর, সেনাপতি মোহনলাল।

মিরন : (আতঙ্কিত) মোহনলাল।
(মোহনলালের প্রবেশ)

মিরন : সেনাপতি মোহনলাল, আপনার দুঃসাহসের সীমা নেই।আমার প্রাসাদে কার অনুমতিতে আপনি প্রবেশ করেছেন?

মোহনলাল : প্রয়োজন মতো যে কোনো জায়গায় যাবার অনুমতি আমার আছে।সত্য বলুন এখানে গুপ্ত ষড়যন্ত্র হচ্ছিল কি না?

মিরন : মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছেন সেনাপতি।জানেন এর ফল কী ভয়ানক হতে পারে? নবাবের সঙ্গে আব্বার সমস্ত গোলমাল সেদিন প্রকাশ্যে মিটমাট হয়ে গেল।নবাব তাঁকে বিশ্বাস করে সৈন্য পরিচালনার ভার দিয়েছেন।আর আপনি এসেছেন আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অপবাদ নিয়ে।আমি এখুনি আব্বাকে নিয়ে নবাবের প্রাসাদে যাব। (উঠে দাঁড়াল) এই অপমানের বিচার হওয়া দরকার।

মোহনলাল : প্রতারণার চেষ্টা করবেন না।(তরবারি কোষমুক্ত করল) আমার গুপ্তচর ভুল সংবাদ দেয় না।সত্য বলুন, কী হচ্ছিল এখানে? কে কে ছিল মন্ত্রণাসভায়?

মিরন : মন্ত্রণাসভা হচ্ছিল কিনা, এবং হলে কোথায় হচ্ছিল আমি তার কিছুই জানিনে।ওসব বাজে জিনিসে সময় কাটানো আমার স্বভাব নয়।(পরিচারিকাকে ডেকে মিরন কিছু ইঙ্গিত করল) যখন না-ছোড় হয়েছেন তখন বেআদবি না করে আর উপায় কি?

(নর্তকীর প্রবেশ)

এখানে কী হচ্ছিল আশা করি সেনাপতি বুঝতে পেরেছেন?
(একটি মালা নিয়ে নাচের ভঙ্গিতে দুলতে দুলতে নর্তকী মোহনলালের দিকে এগিয়ে গেল।মোহনলাল তরবারির অগ্রভাগ দিয়ে মালাটি গ্রহণ করে শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে তরবারির দ্বিতীয় আঘাতে শূন্যেই তা দ্বিখণ্ডিত করে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল)

মিরন : মূর্তিমান বেরসিক হা হা হা...

[দৃশ্যান্তর]

চারদিকে শুধু অবিশ্বাস আর ষড়যন্ত্র।- রায়দুর্লভের এ উক্তিটিতে তার কোন ধরনের মনোভাব ফুটে উঠেছে?
[সি. বো. ২২]

ক) নির্লোভ
খ) দ্বিধাগ্রস্ততা
গ) স্বার্থপরতা
ঘ) আত্মবিশ্বাসি

চারদিকে শুধু অবিশ্বাস আর ষড়যন্ত্র।- রায়দুর্লভের এ উক্তিটিতে তার কোন ধরনের মনোভাব ফুটে উঠেছে?
[সি. বো. ২২]

ক) নির্লোভ
খ) দ্বিধাগ্রস্ততা
গ) স্বার্থপরতা
ঘ) আত্মবিশ্বাসি

'নবাবের কোনো ক্ষমতা নেই।'- ক্লাইভের এ কথার অর্থ কী?
[ব. বো. ২২]

ক) নবাব দুর্বল শাসক
খ) প্রজারা নবাব বিরোধী
গ) নিকটস্থরা প্রতারক
ঘ) অস্ত্রেশস্ত্রে অপরিপূর্ণ

'নবাবের কোনো ক্ষমতা নেই।'- ক্লাইভের এ কথার অর্থ কী?
[ব. বো. ২২]

ক) নবাব দুর্বল শাসক
খ) প্রজারা নবাব বিরোধী
গ) নিকটস্থরা প্রতারক
ঘ) অস্ত্রেশস্ত্রে অপরিপূর্ণ

'আজ নবাবকে ডোবাচ্ছেন, কাল আমাদের পথে বসাবেন না তা কি বিশ্বাস করা যায়?'- ক্লাইভের এ উক্তিতে প্রকাশ পেয়েছে মিরজাফর ও তার সঙ্গীদের প্রতি-
[ঢা. বো. ১৬]

ক) ক্ষোভ
খ) বিতৃষ্ণা
গ) সন্দেহ
ঘ) আস্থাহীনতা

'আজ নবাবকে ডোবাচ্ছেন, কাল আমাদের পথে বসাবেন না তা কি বিশ্বাস করা যায়?'- ক্লাইভের এ উক্তিতে প্রকাশ পেয়েছে মিরজাফর ও তার সঙ্গীদের প্রতি-
[ঢা. বো. ১৬]

ক) ক্ষোভ
খ) বিতৃষ্ণা
গ) সন্দেহ
ঘ) আস্থাহীনতা

'আমরা এমন কিছু করলাম যা ইতিহাস হবে।'-উক্তিটি কার?
[চ. বো. ২২]

ক) মোহনলালের
খ) মিরমর্দানের
গ) ক্লাইভের
ঘ) সিরাজউদ্দৌলার

'আমরা এমন কিছু করলাম যা ইতিহাস হবে।'-উক্তিটি কার?
[চ. বো. ২২]

ক) মোহনলালের
খ) মিরমর্দানের
গ) ক্লাইভের
ঘ) সিরাজউদ্দৌলার

* DU

সবাই মিলে সত্যিই আমরা বাংলাকে বিক্রি করে দিচ্ছি না তো?'- উক্তিটি কার?
[রা. বো. ১৯]

ক) জগৎশেঠ
খ) উমিচাঁদ
গ) মিরজাফর
ঘ) ওয়ালি খান

সবাই মিলে সত্যিই আমরা বাংলাকে বিক্রি করে দিচ্ছি না তো?'- উক্তিটি কার? [রা. বো. ১৯]

ক) জগৎশেঠ
খ) উমিচাঁদ
গ) মিরজাফর
ঘ) ওয়ালি খান

'উমিচাঁদ এ যুগের সেরা বিশ্বাসঘাতক।'- 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের এ উক্তিটি কার? [কু. বো. ২৩]

ক) মিরজাফর
খ) রাজবল্লভ
গ) জগৎশেঠ
ঘ) ক্লাইভ

'উমিচাঁদ এ যুগের সেরা বিশ্বাসঘাতক।'- 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের এ উক্তিটি কার? [কু. বো. ২৩]

ক) মিরজাফর
খ) রাজবল্লভ
গ) জগৎশেঠ
ঘ) ক্লাইভ

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

সময়: ১৭৫৭ সাল, ১০ই জুন থেকে ২১শে জুনের মধ্যে যেকোনো একদিন।
স্থান: লুৎফুন্নিসার কক্ষ।
[চরিত্রবৃন্দ: মঞ্চে প্রবেশের পর্যায় অনুসারে-ঘসেটি, লুৎফা, আমিনা, সিরাজ, পরিচারিকা

(নবাব-জননী আমিনা বেগম ও লুৎফুন্নিসা উপবিষ্টা।ঘসেটি বেগমের প্রবেশ)

উৎকর্ষ

ঘসেটি : বড় সুখে আছো রাজমাতা আমিনা বেগম।

লুৎফা : আসুন খালাআম্মা।

(সালাম করল)

ঘসেটি : বেঁচে থাকো।সুখী এবং সৌভাগ্যবতী হও এমন দোয়া করলে সেটা আমার পক্ষে অভিশাপ হয়ে দাঁড়াবে।তাই সে দোয়া করতে পারলুম না।

আমিনা : ছিঃ বড় আপা।এসো, কাছে এসে বসো।

ঘসেটি : বসতে আসিনি।দেখতে এলাম কত সুখে আছ তুমি।পুত্র নবাব, পুত্রবধূ নবাব বেগম, পৌত্রী শাহজাদি-

আমিনা : সিরাজ তোমারও তো পুত্র।তুমিও তো কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছ।

ঘসেটি : অদৃষ্টের পরিহাস-তাই ভুল করেছিলাম।যদি জানতাম বড় হয়ে সে একদিন আমার সৌভাগ্যের অন্তরায় হবে, যদি জানতাম অহরহ সে আমার দুশ্চিন্তার একমাত্র কারণ হয়ে দাঁড়াবে, জীবনের সমস্ত সুখ-শান্তি সে গ্রাস করবে রাহুর মতো, তাহলে দুধের শিশু সিরাজকে প্রাসাদ-চত্বরে আছড়ে মেরে ফেলতে কিছুমাত্র দ্বিধা করতাম না।

লুৎফা : আপনাকে আমরা মায়ের মতো ভালোবাসি।মায়ের মতোই শ্রদ্ধা করি।

ঘসেটি : থাক।যে সত্যিকার মা তার মহলেই তো চাঁদের হাট বসিয়েছ।আমাকে আবার পরিহাস করা কেন? দরিদ্র নারী আমি।নিজের সামান্য বিত্তের অধিকারিণী হয়ে এক কোণে পড়ে থাকতে চেয়েছিলাম।কিন্তু মহাপরাক্রমশালী নবাব সে অধিকারটুকুও আমাকে দিলেন না।

আমিনা : কী হয়েছে তোমার? পুত্রবধূর সামনে এরকম রূঢ় ব্যবহার করছ কেন?

ঘসেটি : কে পুত্র আর কে পুত্রবধূ? সিরাজ আমার কেউ নয়।সিরাজ বাংলার নবাব-আমি তার প্রজা।ক্ষমতার অহংকারে উন্মত্ত না হলে আমার সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ করতে সে সাহস করত না।মতিঝিল থেকে আমাকে সে তাড়িয়ে দিতে পারত না।

লুৎফা : শুনেছি আপনার কাছ থেকে কিছু টাকা তিনি ধার নিয়েছেন।কলকাতা অভিযানের সময়ে টাকার প্রয়োজন হয়েছিল তাই।কিন্তু গোলমাল মিটে গেলে সে টাকা তো আবার আপনি ফেরত পাবেন।

ঘসেটি : নবাব টাকা ফেরত দেবেন!

লুৎফা : কেন দেবেন না? তা ছাড়া সে টাকা তো তিনি ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যয় করেননি। দেশের জন্যে-

ঘসেটি : থাম।লম্বা লম্বা বক্তৃতা কোরো না।।সিরাজের জর বক্তৃতায তবু সহ্য হয়।তাকে বুকে-পিঠে করে মানুষ করেছি।কিন্তু তোমার মুখে বড় বড় বুলি শুনলে গায়ে যেন জ্বালা ধরে যায়।

আমিনা : সিরাজ তোমার কোনো ক্ষতি করেনি বড় আপা।

ঘসেটি : তার নবাব হওয়াটাই তো আমার মস্ত ক্ষতি।

আমিনা : নবাবি সে কারো কাছ থেকে কেড়ে নেয়নি।ভূতপূর্ব নবাবই তাকে সিংহাসন দিয়ে গেছেন।

ঘসেটি : বৃদ্ধ নবাবকে ছলনায় ভুলিয়ে তোমরা সিংহাসন দখল করেছ।

আমিনা : আমরা।

ঘসেটি : ভাবছো যে বিস্মিত হবার ভঙ্গি করলেই আমি তোমাকে বিশ্বাস করব-কেমন? তোমাকে আমি চিনি।তুমি কম সাপিনী নও।

আমিনা : তুমি অনর্থক বিষ উদ্ধার করছ বড় আপা।তোমার এই ব্যবহারের অর্থ আমি কিছুই বুঝতে পারছিনে।

ঘসেটি : বুঝবে।সে দিন আসছে।আর বেশিদিন এমন সুখে তোমার ছেলেকে নবাবি করতে হবে না।

(সিরাজের প্রবেশ)

সিরাজ : সিরাজউদ্দৌলা একটি দিনের জন্যেও সুখে নবাবি করেনি খালাআম্মা।

ঘসেটি : এসেছ শয়তান।ধাওয়া করেছ আমার পিছু?

সিরাজ : আপনার সঙ্গে প্রয়োজন আছে।

ঘসেটি : কিন্তু তোমার সঙ্গে আমার কোনো প্রয়োজন নেই।

সিরাজ : আমার প্রয়োজন আপনার সম্মতির অপেক্ষা রাখছে না খালাআম্মা।

ঘসেটি : তাই বুঝি সেনাপতি পাঠিয়ে আমাকে সংবাদ দিয়েছ যে, তোমার আরও কিছু টাকার দরকার।

সিরাজ : খবর আপনার অজানা থাকার কথা নয়।

ঘসেটি : অর্থাৎ?

সিরাজ : অর্থাৎ আমি জানি যে, বাংলার ভাগ্য নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক আলোচনার সমস্ত খবরই আপনি রাখেন।আরও স্পষ্ট করে শুনতে চান? আমি জানি যে, সিরাজের বিরুদ্ধে আপনার আক্রোশের কারণ আপনার সম্পত্তিতে সে হস্তক্ষেপ করেছে বলে নয়, রাজনৈতিক প্রাধান্য লাভের আশায় আপনি উন্মাদ।আমি অনুরোধ করছি আপনার সঙ্গে আমাকে যেন কোনো প্রকারের দুর্ব্যবহার করতে বাধ্য করা না হয়।

ঘসেটি : তুমি আমাকে ভয় দেখাচ্ছ?

সিরাজ : আপনাকে আমি সাবধান করে দিচ্ছি।

ঘসেটি : তোমার এই চোখ রাঙাবার স্পর্ধা বেশিদিন থাকবে না নবাব।আমিও তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি।

সিরাজ : আমার ভবিষ্যৎ ভেবে আপনি উৎকণ্ঠিত হবেন না খালাআম্মা।আপনার নিজের সম্বন্ধেই আমি আপনাকে সতর্ক করে দিচ্ছি।নবাবের মাতৃস্থানীয়া হয়ে তাঁর শত্রুদের সঙ্গে আপনার যোগাযোগ রাখা বাঞ্ছনীয় নয়।অন্তত আমি আপনাকে সে দুর্নামের হাত থেকে রক্ষা করতে চাই।

ঘসেটি : তোমার মতলব বুঝতে পারছি না।

সিরাজ : রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ গোলযোগের সময়ে কোনো ক্ষমতাভিলাষী, স্বার্থপরায়ণ নারীর পক্ষে রাজনীতির সঙ্গে যোগাযোগ রাখা দেশের পক্ষে অকল্যাণকর।আমি তাই আপনার গতিবিধির ওপরে লক্ষ রাখবার ব্যবস্থা করেছি।আমার প্রাসাদে আপনার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হবে না।তবে লক্ষ রাখা হবে যাতে দেশের বর্তমান অশান্তি দূর হবার আগে বাইরের কারো সঙ্গে আপনি কোনো যোগাযোগ রাখতে না পারেন।

ঘসেটি : (ক্ষিপ্ত) ওর অর্থ আমি বুঝি মহামান্য নবাব।(দ্রুত আমিনার দিকে এগিয়ে এসে) শুনলে তো রাজমাতা, আমাকে বন্দিনী করে রাখা হলো।এইবার বল তো আমি তার মা, সে আমার পুত্র-তাই না? হা হা হা।

(অসহায় ক্রোধে কাঁপতে কাঁপতে বেরিয়ে গেলেন)

আমিনা : এসব লক্ষণ ভালো নয়।(উঠে দরজার দিকে এগোতে এগোতে) বড় আপা শুনে যাও, বড় আপা-

(বেরিয়ে গেলেন)

লুৎফা : খালাআম্মা বড় বেশি অপমান বোধ করেছেন।ওঁর সঙ্গে অমন ব্যবহার করাটা হয়তো উচিত হয়নি।

সিরাজ : আমার ব্যবহারে সবাই অপমান বোধ করছেন লুৎফা।শুধু অপমান নেই আমার।

লুৎফা : ও কথা কেন বলছেন জাঁহাপনা।

সিরাজ : তুমিও অন্ধ হলে আর কার কাছে আমি আশ্রয় পাব বল তো লুৎফা।দেখতে পাচ্ছ না, শুধু অপমান নয় আমাকে ধ্বংস করবার আয়োজনে সবাই কী রকম মেতে উঠেছে।

লুৎফা : কিন্তু খালাআম্মা-

সিরাজ : আমাকে ক্ষমতাচ্যুত করতে পারলে খালাআম্মা খুশি হবেন সবচেয়ে বেশি।

লুৎফা : অতটা বিশ্বাস করা কঠিন।তবে ওঁর মন আপনার ওপরে যথেষ্ট বিষিয়ে উঠেছে তা ঠিক।কিন্তু-

সিরাজ : থামলে কেন? বল।

লুৎফা : বলাটা বোধ হয় ঠিক হবে না।

সিরাজ : বল।

লুৎফা : বিধবা মেয়েমানুষ, ওঁর সম্পত্তিতে বারবার এমন হস্তক্ষেপ করতে থাকলে ভরসা নষ্ট হবারই কথা।

সিরাজ : লুৎফা, তুমিও আমার বিচার করতে বসলে।কর, আমি আপত্তি করব না।দাদু মরবার পর থেকে এই ক-মাসের ভেতরে আমি এত বদলে গেছি যে আমার নিকটতম তুমিও তা বুঝতে পারবে না।

লুৎফা : জাঁহাপনা।

সিরাজ : মনে পড়ে লুৎফা, দাদুর মৃত্যুশয্যায় আমি কসম খেয়েছিলাম শরাব স্পর্শ করব না। আমি তা করিনি।তুমিও জান লুৎফা আমি তা করিনি।

লুৎফা : আমি ও-সব কোনো কথাই তুলছিনে জাঁহাপনা।

সিরাজ : আমি জানি।সেই জন্যেই বলছি সব কিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিচার করো।

লুৎফা : আমি আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনবার জন্যে কোনো কথা বলিনি, জাঁহাপনা। খালাআম্মা রাগে প্রায় কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে গেলেন তাই-

সিরাজ : তাই তোমার মনে হলো ওঁর টাকা-পয়সায় হাত দিয়েছি বলেই উনি আমার ওপর অতখানি বিরক্ত হয়েছেন।কিন্তু তুমি জান না, কতখানি, উৎসাহ নিয়ে উনি অজস্র অর্থ ব্যয় করেছেন শওকতজঙ্গের কামিয়াবির জন্যে।শুধু শওকতজঙ্গ কেন, আমার শত্রুদের শক্তি বৃদ্ধির জন্যেও ওঁর দান কম নয়।

লুৎফা : আমি মাপ চাইছি আঁহাপনা, আমার অন্যায় হয়েছে।

সিরাজ : লুৎফা, এত দেয়াল কেন বল তো? ***

লুৎফা : দেয়াল? কোথায় দেয়াল জাঁহাপনা?

সিরাজ : আমার চারপাশে লুৎফা।আমার সারা অস্তিত্ব জুড়ে কেবল যেন দেয়ালের ভিড়।উজির, অমাত্য, সেনাপতিদের এবং আমার মাঝখানে দেয়াল, দেশের নিশ্চিত শাসন ব্যবস্থা এবং আমার মাঝখানে দেয়াল, খালাআম্মা আর আমার মাঝখানে, আমার চিন্তা আর কাজের মাঝখানে, আমার স্বপ্ন আর বাস্তবের মাঝখানে, আমার অদৃষ্ট আর কল্যাণের মাঝখানে শুধু দেয়াল আর দেয়াল।

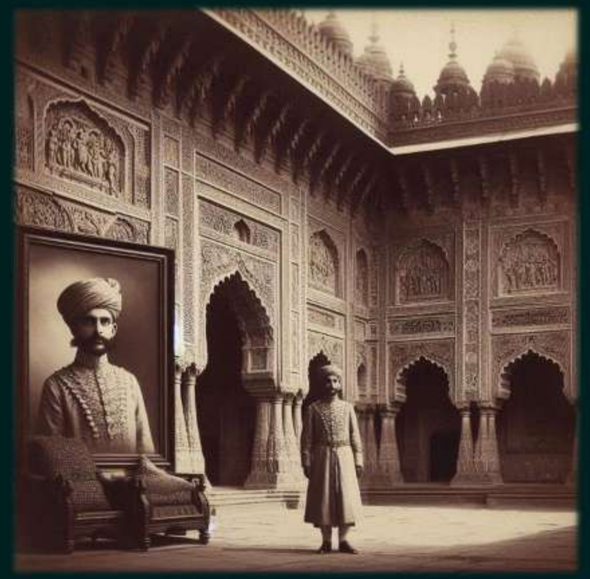

লুৎফা : জাঁহাপনা।

সিরাজ : আমি এর কোনোটি ডিঙিয়ে যাচ্ছি, কোনোটি ভেঙে ফেলছি, কিন্তু তবু তো দেয়ালের শেষ হচ্ছে না, লুৎফা।

লুৎফা : আপনি ক্লান্ত হয়েছেন জাঁহাপনা।

সিরাজ : মসনদে বসবার পর থেকে প্রতিটি মুহূর্ত যেন দুপায়ের দশ আঙুলের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছি।ক্লান্তি আসাটা কিছু অস্বাভাবিক নয়।সমস্ত প্রাণশক্তি যেন নিস্তেজ হয়ে পড়ছে লুৎফা।

লুৎফা : সমস্ত দুশ্চিন্তা বাদ দিয়ে আমার কাছে দুই একদিন বিশ্রাম করুন।

সিরাজ : কবে যে দুদণ্ড বিশ্রাম পাব তার ঠিক নেই।আবার তো যুদ্ধে যেতে হচ্ছে।

লুৎফা : সে কি!

সিরাজ : আমার বিরুদ্ধে কোম্পানির ইংরেজদের আয়োজন সম্পূর্ণ।আমি এগিয়ে গিয়ে বাধা না দিলে তারা সরাসরি রাজধানী আক্রমণ করবে।

লুৎফা : ইংরেজদের সঙ্গে তো আপনার মিটমাট হয়ে গেল।

সিরাজ : হ্যাঁ, আলিনগরের সন্ধি।কিন্তু সে সন্ধির মর্যাদা একমাস না যেতেই তারা ধুলোয় লুটিয়ে দিয়েছে।

লুৎফা : কজন বিদেশি বেনিয়ার এত স্পর্ধা কী করে সম্ভব?

সিরাজ : ঘরের লোক অবিশ্বাসী হলে বাইরের লোকের পক্ষে সবই সম্ভব, লুৎফা।শুধু একটা জিনিস বুঝে উঠতে পারিনি, ধর্মের নামে ওয়াদা করে মানুষ তা খেলাপ করে কী করে? নিজের স্বার্থ কি এতই বড়?

লুৎফা : কোনো প্রতিকার করতে পারেননি জাঁহাপনা?

সিরাজ : পারিনি।চেয়েছি, চেষ্টাও করেছি; কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভরসা পাইনি।রাজবল্লভ, জগৎশেঠকে কয়েদ করলে, মিরজাফরকে ফাঁসি দিলে হয়ত প্রতিকার হতো, কিন্তু সেনাবাহিনী তা বরদাস্ত করত কিনা কে জানে?

লুৎফা : থাক ওসব কথা।আজ আপনি বিশ্রাম করুন।

সিরাজ : আর কাল সকালেই দেশের পথে-ঘাটে লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়বে, যুদ্ধের আয়োজন ফেলে রেখে হারেমের কয়েকশ বেগমের সঙ্গে নবাবের উদ্দাম রাসলীলার কাহিনি।

লুৎফা : মহলে বেগমের তো সত্যিই কোনো অভাব নেই।

সিরাজ : ঠাট্টা করছ লুৎফা? তুমি তো জানোই, মরহুম শওকতজঙ্গের বিশাল হারেম বাধ্য হয়েই আমাকে প্রতিপালন করতে হচ্ছে।

লুৎফা : সে যাক।আজ আপনার বিশ্রাম।শুধু আমার কাছে থাকবেন আপনি।শুধু আমরা দুজন।

সিরাজ : অনেক সময়ে সত্যিই তা ভেবেছি, লুৎফা।তোমার খুব কাছাকাছি বহুদিন আসতে পারিনি।আমাদের মাঝখানে একটি রাজত্বের দেয়াল।মাঝে মাঝে ভেবেছি, এই বাধা যদি দূর হয়ে যেত।নিশ্চিত সাধারণ গৃহস্থের ছোট্ট সাজানো সংসার আমরা পেতাম।

(পরিচারিকার প্রবেশ)

পরিচারিকা : বেগম সাহেবা।

লুৎফা : (তার দিকে এগিয়ে আসতে আসতে) জাঁহাপনা এখন বিশ্রাম করছেন।যাও।

পরিচারিকা : সেনাপতি মোহনলালের কাছ থেকে খবর এসেছে।(পেছোতে লাগল)

লুৎফা : না।

(পরিচারিকার প্রস্থান)

সিরাজ : (এগিয়ে আসতে আসতে) মোহনলালের জরুরি খবরটা শুনতেই দাও, লুৎফা।

(লুৎফা সিরাজের গতিরোধ করল)

লুৎফা : (আবেগজড়িত কণ্ঠে) না।

(সিরাজ থামল ক্ষণকালের জন্যে।লুৎফার দিকে মেলে রাখা নীরব দৃষ্টি ধীরে ধীরে স্নেহসিক্ত হয়ে উঠল।কিন্তু পর মুহূর্তেই লুৎফার প্রসারিত বাহু ধীরে ধীরে সরিয়ে দিয়ে বের হয়ে গেল।লুৎফা চেয়ে রইল সিরাজের চলে যাওয়া পথের দিকে-দুইফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল ওর দুইগাল বেয়ে)

[দৃশ্যান্তর]

উৎকর্ষ

'তুমি কম সাপিনী নও।'- ঘসেটি বেগমের এই উক্তিতে প্রকাশ পেয়েছে- [য. বো. ১৬]

ক) হিংসা
খ) ঘৃণা
গ) বিদ্রোহ
ঘ) প্রতিশোধ

উৎকর্ষ

‘তুমি কম সাপিনী নও।’- ঘসেটি বেগমের এই উক্তিতে প্রকাশ পেয়েছে-
[য. বো. ১৬]

ক) হিংসা
খ) ঘৃণা
গ) বিদ্রোহ
ঘ) প্রতিশোধ

সিরাজের বিরুদ্ধে ঘসেটি বেগমের আক্রোশের কারণ-
[দি. বো. ১৭]

ক) অর্থদণ্ড
খ) রাজনৈতিক প্রাধান্য লাভ
গ) নবাবের দুর্বলতা
ঘ) মানিকচাঁদকে শাস্তি প্রদান

সিরাজের বিরুদ্ধে ঘসেটি বেগমের আক্রোশের কারণ-
[দি. বো. ১৭]

ক) অর্থদণ্ড
খ) রাজনৈতিক প্রাধান্য লাভ
গ) নবাবের দুর্বলতা
ঘ) মানিকচাঁদকে শাস্তি প্রদান

'ঘরের লোক অবিশ্বাসী হলে বাইরের লোকের পক্ষে সবই সম্ভব, লুৎফা।'- উক্তিটি কার? [রা. বো. ২২]

ক) আমেনা বেগমের
খ) মোহাম্মদি বেগের
গ) ঘষেটি বেগমের
ঘ) সিরাজের

আজ তাইলে এতো টুকুই!